মহাভারতে

বিদুর ও গান্ধারী

শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্ত্তী

এ, মুখার্জ্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ — কলিকাতা-১২

প্রকাশক :
শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়
ম্যানেজিং ডিরেক্টার
এ, মুখার্জ্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড
২, কলেজ স্কোয়ার ; কলিকাতা-১২

দ্বিতীয় সংস্করণ : চৈত্র ১৩৬৪
মূল্য ১.২৫ ন. প. (এক টাকা পঁচিশ ন. প.) মাত্র

মুদ্রাকর :
শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯

উৎসর্গ

শৈশবে বোধোদয়ের সঙ্গে যাঁর মুখে মহাভারতের নাম এবং 'ভারতী কথা' শুনে আত্মহারা হ'য়েছি, মহাভারতের ধর্ম্মের প্রতি যিনি জীবনে শ্রদ্ধার উদ্রেক করেছিলেন, বিদুর ও গান্ধারীর ধর্ম্ম-রক্ষার কাহিনী যাঁর কণ্ঠস্বরে জীবন্তরূপ ধারণ করত, সেই স্বর্গত পরম পূজনীয় পিতৃদেব তারিণীকিশোর চক্রবর্ত্তীর পবিত্র পাদপদ্মে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ উৎসর্গীকৃত হ'ল।

মুখবন্ধ

মহাভারত যে শুধু গল্পের বই নয়, শুধু হিন্দুধর্ম্মের প্রাচীন আদেশ সংগ্রহ নয়, ইহাতে যে কত কত চিরসত্য, কত কত সনাতন নীতি গাঁথা আছে, যেগুলি এখনকার ভারতীয় সমাজ অন্তরে রাখিলে, বুঝিয়া জীবনের কাজে লাগাইলে আমরা সুখী হইতে পারি, ধন্য হইতে পারি, এইকথা অধ্যাপক ত্রিপুরারি তাঁহার গ্রন্থে ও ভাষণে যেমন যুক্তি ও হৃদয়গ্রাহী ভাষার দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন, এরূপ আর কোথাও আমি দেখি নাই। গ্রীকভাষায় রেটর শব্দ (Rhetor) বুঝাইত persuasive speaker, অর্থাৎ যে বক্তার ভাষা শুনিয়া তাঁহার কথা লোকে সহজে বিশ্বাস করে, সত্য বলিয়া মানিয়া লয়। আজকাল রেটর শব্দ বুঝায় আড়ম্বরপূর্ণ অসার কথা দিয়া রাংগের পুতুল সাজের কারিগর। ত্রিপুরারি প্রকৃতই বঙ্গভাষায় একজন গ্রীক-অর্থে রেটর।

10, Lake Terrace,
Calcutta-29
5th April, 1955

শ্রীযদুনাথ সরকার

ভূমিকা

১৯৫০এর জানুয়ারী মাসে রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিটিউট্ অফ কালচারের আমন্ত্রণে দক্ষিণ কলকাতায় ইনষ্টিটিউট্ ভবনে 'মহাভারত' আলোচনা করতে আরম্ভ করি। তারপর গত চার বছর ধরে, বাংলা দেশে, এবং বাংলার বাইরে বিভিন্ন স্থানে, এই 'ভারতী কথা' বলেছি। কয়েকটি কথা মাসিক 'সমকালীনে' এবং 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হ'য়েছে। আমার প্রদত্ত ভাষণের সারাংশ ও লিখিত প্রবন্ধগুলিকে অবলম্বন করে বর্ত্তমান গ্রন্থ 'মহাভারতে বিদুর ও গান্ধারী' রচিত হ'য়েছে। প্রসিদ্ধ পুস্তক-প্রকাশক ও বিদ্যোৎসাহী শ্রীযুক্ত অমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায় এই ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশের সমস্ত ভার এবং দায়িত্ব স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছেন। এজন্য তাঁর কাছে আমি বিশেষরূপে ঋণী। যাদবপুর বিজয়গড় কলেজের সুযোগ্য অধ্যক্ষ শ্রীমান্ অমিয়ভূষণ চক্রবর্ত্তী অক্লান্তভাবে বহুদিন আমার কথিত ভাষণ লিখে দিয়েছেন। এজন্য তাঁকেও জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। মহাভারতের যে দু'টি চরিত্র সর্ব্বাগ্রে আমার দৃষ্টি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল, তাদেরই বর্ণনা এই পুস্তকে করতে চেষ্টা করেছি। ভবিষ্যতে মহাভারতের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুলি আলোচনা করবার ইচ্ছা রইল। 'মহাভারতে বিদুর ও গান্ধারী' যদি জনসমাজের সমাদর লাভ করতে সমর্থ হয়, তাহ'লে আমার শ্রম সার্থক মনে করব। ইতি—

১৭ই শ্রাবণ, ১৩৬১
ইতিহাস বিভাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্ত্তী

বিদুর

বিদুর

১

মহাভারত ভারতবর্ষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরিচয়। মহাভারতকে ধর্ম্মশাস্ত্র মনে করতে অনেকেই অভ্যস্ত, কিন্তু মহাভারত কেবলমাত্র ধর্ম্মশাস্ত্র নয়—একাধারে কামশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র এবং মোক্ষশাস্ত্র।

ধর্ম্মশাস্ত্রমিদং পুণ্যম্
অর্থশাস্ত্রমিদং পরম্।
মোক্ষশাস্ত্রমিদং প্রোক্তম্
ব্যাসেনামিতবুদ্ধিনা॥

ধর্ম্মে চার্থে চ কামে চ
মোক্ষে চ ভরতর্ষভ।
যদিহাস্তি তদন্যত্র
যন্নেহাস্তি ন তৎ ক্বচিৎ॥

এক কথায় মহাভারত ভারতবর্ষের জীবন-বেদ। ভারতবর্ষে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—জীবনের এই চতুর্ব্বর্গ সম্পর্কে যা-কিছু ঘটেছে এবং ভবিষ্যতে যা কিছু ঘটতে পারে তার পরিচয় ও আভাস আছে এই মহাভারতে।

মহাকবি বেদব্যাস মহাভারতের তুলনা করেছেন হিমালয় ও ভারতমহাসাগরের সঙ্গে। সত্যি, মহাভারত হিমালয়ের মত অত্যুচ্চ ও সুমহান্, এবং ভারতমহাসাগরের মত বিরাট ও সুগম্ভীর। মহাকবি বলেছেন—

যথা সমুদ্রো ভগবান্
যথা হি হিমবান্ গিরিঃ।
উভৌ খ্যাতৌ রত্ননিধী
তথা ভারতমুচ্যতে॥

মহাভারত তৃতীয় রত্ননিধি। ভারতবর্ষের তিনটি রত্ননিধি এবং এই তিনটির মধ্যে মহাভারত অন্যতম। ঋষিকবি বলেছেন উত্তরে হিমালয় পর্ব্বত এবং দক্ষিণে ভারতমহাসাগর—এই দু'য়ের মধ্যে মহাভারত। ভৌগোলিক অর্থে একথা ঠিক। কিন্তু মহাভারত এই ভৌগোলিক সংজ্ঞাকে অতিক্রম করে সীমাহীন বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে নিজেকে নানাভাবে নানাদিকে সম্প্রসারিত করেছিল। ভারতবর্ষের এই ভৌগোলিক সত্তাকে অবলম্বন করে যে বিরাট রাষ্ট্রিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার নামও মহাভারত, এবং ভৌগোলিক সত্তা ও রাষ্ট্রিক ঐক্যকে আশ্রয় করে যে সুবিস্তীর্ণ সাংস্কৃতিক ঐক্য গড়ে উঠেছিল, তারও নাম মহাভারত। আবার এই ভৌগোলিক সত্তা, রাষ্ট্রিক ঐক্য এবং সাংস্কৃতিক সংহতির পরিচয় যে গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে, তার নামও মহাভারত।

মহাভারতের চরিত্র-সৃষ্টি ও চরিত্রাঙ্কন ঋষিকবির সৃজনশীল এক অপূর্ব্ব অভিব্যক্তি। মহাভারতের চরিত্রগুলো

কেবলমাত্র ঘটনার অন্ধ অনুসরণে রচিত হয়নি। মহাভারত যে ইতিহাস এ দাবী মহাকবি নিজেই করেছেন—

ইতিহাসমিমং ভুবি।

কিন্তু "ঘটে যা, তা সব সত্য নহে"—এই নীতি অনুসারে বেদব্যাস তাঁর মনের রঙে রঞ্জিত করে মহাভারতের চরিত্র-গুলোকে রূপায়িত করেছেন। চরিত্রগুলো উঠেছে মহর্ষির মনরূপ সমুদ্রমন্থন হতে। শৌনক নৈমিষারণ্যে সৌতিকে প্রশ্ন করেছিলেন—

মনঃসাগরসম্ভূতাং
মহর্ষের্ভাবিতাত্মনঃ।
কথয়স্ব সতাং শ্রেষ্ঠ
সর্ব্বরত্নময়ীমিমাম্॥

যেমন সুদূর অতীতে সমুদ্রমন্থনে নানা রকমের রত্ন উঠেছিল তেমনি মহাকবির মনরূপ সমুদ্রমন্থনে মহাভারতের বিচিত্র রত্নসম্ভার আমরা লাভ করেছি। এই রত্নসম্ভারের মধ্যে রয়েছে বিদুর চরিত্র—ঋষিকবির এক অনুপম সৃষ্টি।

২

মহাভারতে বিদুর বিগ্রহবান্ ধর্ম্ম, তিনি প্রজ্ঞার মূর্ত্তিমান্ পরিগ্রহ। এক কথায় বলা যেতে পারে যে বিদুর ভারতবর্ষের জাগ্রত বিবেকের বাণীমূর্ত্তি। মহাভারতের অনুক্রমণিকায় বেদব্যাস সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ করছেন গান্ধারীকে এবং বিদুরকে।

গান্ধারীর ধর্ম্মশীলতা ও বিদুরের প্রজ্ঞা ("ক্ষত্তুঃ প্রজ্ঞা") মহাভারতে সর্ব্বোচ্চ সম্মানের আসন পেয়েছে। ধৃতরাষ্ট্র বার বার বিদুরকে বলছেন—

অস্মিন্ হি রাজর্ষিবংশে
ত্বমেকঃ প্রাজ্ঞসম্মতঃ।

—অর্থাৎ এই রাজর্ষি-বংশে তুমি একাই বিচক্ষণ এবং প্রাজ্ঞ। আবার বলছেন—

প্রজ্ঞা চ তে ভার্গবস্যেব শুদ্ধা
ধর্ম্মঞ্চ ত্বং পরমং বেত্থ সূক্ষ্মম্।
সমশ্চ ত্বং সম্মতঃ কৌরবাণাং
পথ্যঞ্চৈষাং মম চৈব ব্রবীহি॥

শুক্রাচার্য্যের মত শুদ্ধা তোমার প্রজ্ঞা—সর্ব্ব-আবিলতা-মুক্ত প্রজ্ঞা তোমার। সূক্ষ্ম ধর্ম্ম তুমিই অবগত আছ। আমাদের পথ্য কি এবং পথ কি তা তুমিই নির্দ্দেশ কর। ধৃতরাষ্ট্রের এই প্রশংসাবাণীকে প্রতিপক্ষীয়ের প্রশংসাবাণী বলা যেতে পারে। তাই ধৃতরাষ্ট্রের বিদুর-প্রশস্তি বিদুর-চরিত্রের অনস্বীকার্য্য মহত্বকে পরিস্ফুট করছে।

আগেই বলেছি যে মহাভারতে বিদুর বিগ্রহবান্ ধর্ম্ম। মহাভারতের আদিপর্ব্বে বেদব্যাস বলছেন ঃ

ধর্ম্মো বিদুররূপেণ
শূদ্রযোনাবজায়ত।

—অর্থাৎ ধর্ম্মই বিদুররূপে শূদ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বিদুরের জন্মরহস্যের এই তত্ত্বটি পরিষ্কার করে বোঝা ভাল।

ঋষিকবি দেখাতে চেয়েছেন যে স্বয়ং ধর্ম্ম লোকশিক্ষার জন্য পৃথিবীতে মনুষ্যদেহ পরিগ্রহ করে নিজের আচরণের দ্বারা দেখিয়ে গেছেন যে মানুষ অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়েও ধর্ম্মাচরণ করতে পারে।

তপস্বী মাণ্ডব্য একদিন ধর্ম্মের কাছে উপস্থিত হয়ে নিদারুণ ক্রোধে ধর্ম্মকে শাপ দিয়েছিলেন ঃ

স পুরা ধর্ম্মমাহূয়
মহর্ষিরিদমুক্তবান্।

মহর্ষি মাণ্ডব্য বলেছিলেন—ধর্ম্ম, তুমি পৃথিবীর মানুষের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, উত্থান-পতনের খবর ভাল করে রাখ না। তুমি উদাসীন, এই পাপে তোমাকে মনুষ্যযোনি পরিগ্রহ করতে হবে।

তস্মাৎ ত্বং কিল্বিষাৎ ধর্ম্ম
মানুষঃ সম্ভবিষ্যসি।

* * *

শূদ্রযোনাবতো ধর্ম্ম
মানুষঃ সম্ভবিষ্যসি।

ধর্ম্ম কেবল উর্দ্ধলোকে অবস্থিত থেকে আকাশস্থ নিরালম্ব হয়ে এই ধূলির ধরণীর মানুষের সম্বন্ধে উদাসীন এবং নিরপেক্ষ থাকতে পারে না—"সেই নিম্নে নেমে এস নহিলে নাহি রে পরিত্রাণ।" ধর্ম্মকে নীচে নেমে আসতে হবে, এবং মানুষের মধ্যে একজন হয়ে ধর্ম্মের বাণী প্রচার করতে হবে, ধর্ম্মাচরণের নির্দ্দেশ দিতে হবে। সেই জন্যই বিছুর হীন শূদ্রজন্ম গ্রহণ

করেছিলেন—কেবলমাত্র শূদ্রজন্ম নয়—অবজ্ঞাত এবং ঘৃণিত "ক্ষত্তা" রূপে এসেছিলেন এই পৃথিবীতে। ব্রাহ্মণের ঔরসে শূদ্রাণী দাসীর গর্ভজাত সন্তান বিদুর—সমাজে এমন জন্ম বহু-নিন্দিত ছিল। বিদুরের জনক মহর্ষি বেদব্যাস বিদুরের শূদ্রাণী মাকে আশীর্ব্বাদ করেছিলেন—

অয়ং চ তে শুভে গর্ভঃ
শ্রেয়ান্নুদরমাগতঃ।
ধর্ম্মাত্মা ভবিতা লোকে
সর্ব্ববুদ্ধিমতাং বরঃ॥

জন্মমুহূর্ত্তেই পিতার এই আশীর্ব্বাদ—বিদুর শ্রেয়ের জন্য বা মঙ্গলের জন্য পৃথিবীতে আসছেন, এবং তিনি হবেন ধর্ম্মাত্মা এবং মনুষ্যলোকে বুদ্ধিশ্রেষ্ঠ। মহর্ষি মাণ্ডব্যের শাপে (শাপাত্তস্য মহাত্মনঃ) এবং মহর্ষি বেদব্যাসের আশীর্ব্বাদ লাভ করে বিরাট সম্ভাবনা নিয়ে ধর্ম্ম বিদুররূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এই পৃথিবীতে।

বৈশম্পায়ন তক্ষশীলায় জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞে জন্মেজয়কে বলছেন যে বিদুরের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে এ সত্য প্রতিভাত হয়েছিল যে অলোকসামান্য প্রতিভা নিয়ে একজন মানুষ জন্মগ্রহণ করেছেন—যাঁর জীবনের ব্রত হবে জনকল্যাণ এবং নিরপেক্ষ ভাবে সকলকে সদুপদেশ বিতরণ এবং সকলের প্রকৃত হিতসাধন।

বিদুর লৌকিক অর্থে ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন না। ধর্ম্মের একটি

ব্যাপক সংজ্ঞা তাঁর মানস-পটে মুদ্রিত ছিল। এই ধর্ম্ম জীবনের কোনও দিককেই পরিহার করে না বা বাদ দেয় না।

সর্ব্বত্র বিহিতো ধর্ম্মঃ।

—এই ছিল বিদুরের জীবনের মূলমন্ত্র। তিনি ছিলেন ধর্ম্মে এবং অর্থে কুশল, লোভক্রোধবিবর্জ্জিত, দীর্ঘদর্শী, শান্তিপরায়ণ এবং সর্ব্বভূতহিতে রত।

ধর্ম্মে চার্থে চ কুশলো
লোভক্রোধবিবর্জ্জিতঃ।
দীর্ঘদর্শী শমপরঃ
কুরূণাঞ্চ হিতে রতঃ॥

৩

পরিণত বয়সে বিদুর কুরুরাজবংশের মন্ত্রী নিযুক্ত হলেন। কিন্তু বেতনভোগী ভৃত্য হয়েও তিনি স্বাধীনভাবে সুস্পষ্ট ভাষায় নিজের মত প্রকাশ করতে কখনও কিছুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করেন নি। ধৃতরাষ্ট্র যখন পুত্র দুর্য্যোধনের কুপরামর্শ অনুসারে নিজের ভ্রাতুষ্পুত্র পাণ্ডবদের জতুগৃহে পাঠানোর সিদ্ধান্ত করেন, তখন বিদুর বার বার এই জঘন্য ও কুৎসিত কাজের নিন্দা করেছিলেন, এবং তিনি যখন দেখলেন যে কিছুতেই এই হীন ষড়যন্ত্রের বিলোপ সাধন করা যাচ্ছে না, তখন ম্লেচ্ছভাষায় যুধিষ্ঠিরকে বলে দিলেন তাঁদের আসন্ন বিপদের কথা। বিদুরের আশীর্ব্বাদে এবং সুপরামর্শে পাণ্ডবরা পাঁচ

ভাই ও তাঁদের মা কুন্তী জতুগৃহ-দাহ থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন, এবং বিদুরের ব্যবস্থামত নৌকায় গঙ্গা পার হয়ে উত্তরে পাঞ্চাল-রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তারপর অর্জ্জুন যখন পাঞ্চাল-রাজধানীতে লক্ষ্য ভেদ করে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর-সভায় দ্রৌপদীকে লাভ করলেন, এবং দ্বারকা থেকে অভ্যাগত কৃষ্ণ-বলরাম যখন পাণ্ডবদের অভিনন্দন জানালেন, তখন ধৃতরাষ্ট্র বুঝতে পেরেছিলেন যে পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের সঙ্গে বিবাহসূত্রে সম্বদ্ধ, যাদব-অন্ধক-বৃষ্ণিবীর কৃষ্ণ-বলরামের সহযোগিতায় সম্বর্দ্ধিত পাণ্ডবদের শক্তিকে আর উপেক্ষা করা চলবে না। সমস্ত মন্ত্রীদের আহ্বান করে ধৃতরাষ্ট্র মন্ত্রণা করতে আরম্ভ করলেন তাঁর ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য সম্বন্ধে—

ততঃ আনায্য তান্ সর্ব্বান্ মন্ত্রিণঃ সুমহাযশাঃ।
ধৃতরাষ্ট্রো মহারাজ মন্ত্রয়ামাস বৈ তদা॥

ভীষ্ম এবং দ্রোণ বরাবরই ভাল কথা বলতেন এবং এখনও তাঁরা হিতোপদেশই দান করলেন। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র তাঁদের কথায় কান দিলেন না, বিদুরের দিকে ফিরলেন। বিদুর তৎক্ষণাৎ কোনও দ্বিধা না করে বললেন—মহারাজ, আপনাকে বন্ধুদের হিতকথা বলা উচিত বটে, কিন্তু আপনারও তা শোনবার ইচ্ছা থাকা দরকার, তা না হলে সে হিতকথা নিষ্ফল হয়ে যায়।

রাজন্ নিঃসংশয়ং শ্রেয়ো বাচ্যস্ত্বমসি বান্ধবৈঃ।
নত্বশুশ্রূষমাণে বৈ বাক্যং সম্প্রতিষ্ঠতি॥

দুর্য্যোধনরা যেমন আপনার পুত্র পাণ্ডবরাও তেমনি আপনারই পুত্র—

দুর্য্যোধনপ্রভৃতয়ঃ পুত্রা রাজন্ যথা তব।
তথৈব পাণ্ডবেয়াস্তে পুত্রা রাজন্ ন সংশয়ঃ ॥

তা ছাড়া তাঁরা এখন পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের বলে বলীয়ান, বলরাম তাঁদের পক্ষে, জনার্দ্দন তাঁদের মন্ত্রী এবং সাত্যকি তাঁদের বন্ধু। আপনি পাণ্ডবদের সঙ্গে প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করুন, তা না হলে দুর্য্যোধনের অপরাধে সমস্ত রাজ্য ধ্বংস হবে—

দুর্য্যোধনাপরাধেন প্রজেয়ং বৈ বিনঙ্ক্ষ্যতি।

ধৃতরাষ্ট্রের নির্দ্দেশ অনুসারে বিদুরই গিয়েছিলেন পাঞ্চাল-রাজ্যে পাণ্ডবদের ফিরিয়ে আনতে, এবং বিদুরেরই পরামর্শে ধৃতরাষ্ট্র শেষ পর্য্যন্ত রাজী হয়েছিলেন পাণ্ডবদের অর্দ্ধেক রাজ্য দান করতে। পাঞ্চাল দেশ থেকে গঙ্গার তীরবর্ত্তী হাস্তিনপুরে ফিরে এসে কিছুদিন সেখানে থাকার পর পাণ্ডবরা চলে গেলেন যমুনা নদীর ধারে খাণ্ডবপ্রস্থে।

অর্দ্ধেক রাজত্ব লাভ করে খাণ্ডবপ্রস্থে যুধিষ্ঠির নতুন রাজধানী নির্ম্মাণ করেছেন—ইন্দ্রপ্রস্থ বা শক্রপুরী। খাণ্ডবপ্রস্থে কৃষ্ণার্জ্জুন অগ্নিকে তৃপ্ত করে লাভ করেছেন বিবিধ আয়ুধ। সে যুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পী ময়দানব রচনা করেছেন যুধিষ্ঠিরের শ্রী এবং যশের উপযুক্ত অপূর্ব্ব সভামণ্ডপ। নতুন রাজধানীতে যুধিষ্ঠির আরম্ভ করলেন তাঁর স্বর্গীয় পিতা পাণ্ডুর ইচ্ছানুসারে, এবং দেবর্ষি নারদের পরামর্শে, রাজসূয় যজ্ঞ। এই মহাযজ্ঞে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন ভারতের শ্রেষ্ঠ মনীষীরা। রাজসূয়

যজ্ঞে যুধিষ্ঠির ভার দিয়েছিলেন বিভিন্ন ব্যক্তির ওপর বিভিন্ন কর্ত্তব্যের। বিদুরের ওপর ভার ছিল সমস্ত আয় ব্যয়ের হিসেব রাখার। রাজসূয় যজ্ঞে এসে পাণ্ডবদের বিপুল ঐশ্বর্য্য দেখে দুর্য্যোধন শকুনিকে বললেন যে তিনি জলে ডুবে, বা আগুনে ঝাঁপ দিয়ে, বা বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করবেন।

কনীয়াংসো বিবর্দ্ধন্তে জ্যেষ্ঠা হীয়ন্ত এব চ।

নীচ লোকের স্পর্দ্ধা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। যাঁরা ছিলেন উন্নত তাঁরা দিন দিন নেবে যাচ্ছেন। এ দৃশ্য তিনি আর সহ্য করতে পারছেন না।

হাস্তিনপুরে পৌঁছে দুর্য্যোধন শকুনিকে দিয়ে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে তাঁর অসহনীয় দুঃখের কথা জানালেন। প্রথমে ধৃতরাষ্ট্র মিত্রদ্রোহ থেকে পুত্রকে নিবৃত্ত হতে বললেন, বললেন—মিত্রদোহে তাত মহানধর্ম্মঃ। আরও বললেন যে দুর্য্যোধন ও যুধিষ্ঠিরের পিতামহ একই, সুতরাং একই কুলোদ্ভূত তারা—ঈর্ষ্যা হবে দুর্য্যোধনের পক্ষে মহাপাতক। শেষে কিন্তু পুত্রস্নেহে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের কথাতেই সম্মত হলেন এবং কপট দ্যূতক্রীড়ায় পাণ্ডবদের আমন্ত্রণ করবার সিদ্ধান্ত করলেন। এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে পৌছবার আগে ধৃতরাষ্ট্র বলেছিলেন—বিদুরের কথা শুনে আমি সব কাজ করে থাকি, সুতরাং একবার তার সঙ্গে মিলিত হয়ে এবং তার সঙ্গে আলোচনা করে আমার কর্ত্তব্য স্থির করব।

স্থিতোঽস্মি শাসনে ভ্রাতুর্বিদুরস্য মহাত্মনঃ।
তেন সঙ্গম্য বক্ষ্যামি কার্য্যস্যাস্য বিনিশ্চয়ম্॥

সঙ্গে সঙ্গে দুর্য্যোধন বলে উঠলেন যে বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের বুদ্ধিনাশ ঘটাবেন, কেননা তিনি পাণ্ডবদের হিতসাধনে রত, কুরুকুলের তিনি হিতকামী নন। এটা দুর্য্যোধনের একেবারেই মিথ্যা কথা, কেননা বিদুর ছিলেন সর্ব্বদাই "ধর্ম্মে চার্থে চ কুশলঃ, কুরূণাঞ্চ হিতে রতঃ"। অব্যবস্থিতচিত্ত ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের কথা শুনে "মন্ত্রিমুখ্য" বিদুরকে ডেকে পাঠালেন। বিদুরকে বললেন—বিদুর, এখনই ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়ে যুধিষ্ঠিরদের ডেকে আন, তারাও হাস্তিনপুরে এসে আমাদের সভা দেখুক এবং এখানে দুর্য্যোধনের সঙ্গে বন্ধুভাবে অক্ষক্রীড়া করুক। এর মধ্যে কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের কপটতা ছিল। তিনি বিদুরকে বলেছিলেন—সুহৃদ্‌দ্যূতং বর্ত্ততামত্র চেতি। এই অন্যায় কথা শুনে বিদ্বান্‌শ্রেষ্ঠ বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের কথার প্রতিবাদ করলেন, বললেন—মহারাজ, আপনার এই আদেশের প্রশংসা করতে পারছি না—এতে কুলনাশ হবে এই ভয় করছি—ভা'য়ে ভা'য়ে কলহের সৃষ্টি হবে। দ্যূতক্রীড়ার এই অনিবার্য্য পরিণাম। বিদুর মনে করেছিলেন যে কলিযুগ এগিয়ে আস্‌ছে—

তচ্ছ্রুত্বা বিদুরো ধীমান্ কলিদ্বারমুপস্থিতম্।

সেইজন্য বার বার সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছিলেন। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র বিদুরের কথা শুনলেন না, বললেন—ক্ষিপ্রমানয় দুর্দ্ধর্ষং কুন্তীপুত্রযুধিষ্ঠিরম্—শীঘ্র কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠিরকে নিয়ে এস। ধর্ম্মাত্মা বিদুর তখনই ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং ধৃতরাষ্ট্রের আদেশ তাঁকে জানালেন। যুধিষ্ঠিরের

মনে সংশয় জেগেছিল, কিন্তু পিতার আদেশ পুত্রের সর্ব্বথা পালনীয় এই মনে করে তখনই বিদুরের সঙ্গে সকলে মিলে হাস্তিনপুরে এসে উপস্থিত হলেন।

৪

পরদিন হাস্তিনপুরের রাজসভায় কপট দ্যূতক্রীড়ার আয়োজন হয়েছে। শকুনি অক্ষক্রীড়ার জন্য উদ্‌গ্রীব। যুধিষ্ঠির শকুনিকে শেষ অনুরোধ জানালেন—শকুনি, নৃশংসের মত অন্যায়ভাবে, অন্যায় পথে, আমাদের পরাজয় ঘটাতে চেষ্টা ক'রোনা—শকুনে মৈব নো জৈষী রমার্গেণ নৃশংসবৎ। অবশেষে শকুনির উপহাসে যুধিষ্ঠির কপট অক্ষক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হলেন।

পণ রেখে খেলা হচ্ছে। ধৃতরাষ্ট্রের পাশে বসে বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে খেলার ফলাফল বুঝিয়ে দিচ্ছেন। যুধিষ্ঠির পণ রেখে সর্ব্বস্বান্ত হচ্ছেন, ধৃতরাষ্ট্র "সংহৃষ্টঃ" বার বার বিদুরকে প্রশ্ন করছেন, বিদুর, আমরা নতুন কি জিতলাম? জয়োল্লাসে তিনি নিজের হর্ষোৎফুল্ল ভাবকে ধরে রাখতে পারছিলেন না। প্রকাশ্য রাজসভায় ভ্রাতুষ্পুত্রদের সর্ব্বনাশ দেখে নিজের মনের আনন্দকে অসংযত ও অশোভন ভাবে প্রকাশ করছিলেন।

ধৃতরাষ্ট্রস্তু সংহৃষ্টঃ পর্য্যপৃচ্ছৎ পুনঃ পুনঃ।
কিং জিতং কিং জিতমিতি হ্যাকারং নাভ্যরক্ষত॥

কিন্তু বিদুর বুঝেছিলেন, যে সর্ব্বনাশ সমুপস্থিত। কলির প্রবেশদ্বার উন্মুক্ত হচ্ছে—"কলিদ্বারমুপস্থিতম্।"

এবং প্রবর্ত্তিতে দ্যূতে ঘোরে সর্ব্বাপহারিণি।
সর্ব্বসংশয়নির্ম্মোক্তা বিদুরো বাক্যমব্রবীৎ॥

তাই তিনি মনে কোনও সংশয় না রেখে ধৃতরাষ্ট্রকে তখনই বলেছিলেন—মহারাজ, আপনি দুর্য্যোধনকে ত্যাগ করুন, ভালবাসা এবং সুবিচার দিয়ে পাণ্ডবদের ক্রয় করুন—শোকসাগরে নিমগ্ন হবেন না। বিদুর আরও বলেছিলেন—কুলের জন্য একজনকে পরিত্যাগ করা বিধেয়, গ্রামের জন্য কুলকে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য, জনপদের জন্য গ্রামকে পরিত্যাগ করা উচিত, কিন্তু আত্মার জন্য, বিবেকের জন্য, বা ধর্ম্মের জন্য সমস্ত পৃথিবীকে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

ত্যজেৎ কুলার্থে পুরুষং গ্রামস্যার্থে কুলং ত্যজেৎ।
গ্রামং জনপদস্যার্থে আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ॥

তিনি বলেছিলেন কুমন্ত্রণাদাতা শকুনি "পার্ব্বতীয়ঃ", সে পার্ব্বত্য দেশের অধিবাসী—সদাচার সে জানে না। তাকে নির্ব্বাসিত করুন। যে পার্ব্বত্য দেশ থেকে সে এসেছে সেখানে সে ফিরে যাক্। পাণ্ডবদের সঙ্গে এইভাবে কলহে প্রবৃত্ত হবেন না। ধৃতরাষ্ট্র বিদুরের হিতকথায় কান দিলেন না। শেষে যখন "পণে জিতা" দ্রৌপদীকে প্রকাশ্য সভায় দুঃশাসন কেশাকর্ষণ করে নিয়ে এল, এবং একবস্ত্রা রজস্বলা দ্রৌপদীর আকুল ক্রন্দন "প্রাসাদ পাষাণ গাত্র করি দিল দ্রব" তখন কুরুসভায় ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য্যের কপালে ঘাম দেখা দিল

মাত্র, এবং অন্য সভ্যেরা চোখের জলে বুক ভাসিয়ে দিলেন।

ভীষ্ম-দ্রোণ-কৃপাদীনাং স্বেদশ্চ সমজায়ত।
ইতরেষাং তু সভ্যানাং নেত্রেভ্যঃ প্রাপতৎ জলম্॥

কিন্তু প্রয়োজন ছিল তখন এই অকার্য্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। বীরপুরুষের কপালের ঘাম বা দুর্ব্বলের চোখের জল অন্যায়কে নিবারণ করতে পারে না। দ্রৌপদী কুরু-সভার চারিদিকে তাকিয়ে দেখছেন যে শাস্ত্রজ্ঞ ক্রিয়াবন্ত ইন্দ্রকল্প গুরুস্থানীয় কুরুমুখ্যগণ সমাসীন, কিন্তু দুঃশাসনের এই কুৎসিত আচরণের বিরুদ্ধে কেউ দাঁড়িয়ে উঠে প্রতিবাদ করছেন না। রাজভয়ে সকলেই ভীত—অকার্য্যের কুৎসা যেন রাজসভায় বিগর্হিত। যখন দ্রৌপদী বার বার ক্রন্দন করে বললেন—অকার্য্যের কুৎসা নেই কুরুসভায়! ভারতবর্ষ থেকে কি ধর্ম্ম লোপ পেয়েছে? ক্ষত্রিয় কি তার বৃত্ত ভুলে গেছে? তা না হলে ধর্ম্মের মর্য্যাদা অতিক্রান্ত হচ্ছে দেখেও কুরুমুখ্যগণ কেন এই সভায় নিরুত্তর এবং নীরব?

ন চাপি কশ্চিৎ কুরুতেঽত্র কুৎসাং।
ধিগস্তু নষ্টঃ খলু ভারতানাং ধর্ম্মস্তথা ক্ষত্রবিদাঞ্চবৃত্তম্।
যত্র হ্যতীতাং কুরুধর্ম্মবেলাং প্রেক্ষন্তি সর্ব্বে কুরবঃ সভায়াম্॥

ভীষ্ম এড়িয়ে গেলেন দ্রৌপদীর প্রশ্নকে। তিনি বললেন—ধর্ম্ম অত্যন্ত সূক্ষ্ম বস্তু তাই দ্রৌপদীর প্রশ্নের যথাযথ উত্তর তিনি দিতে পারছেন না।

ন ধর্ম্মসৌক্ষ্ম্যাৎ সুভগে বিবক্তুং
শক্নোমি তে প্রশ্নমিমং যথাবৎ।

৫

তখন বিদুর উঠে দাঁড়ালেন প্রকাশ্য রাজসভায়। তাঁর মনে কোনও সংশয় ছিল না নিজের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে। দাঁড়িয়ে দু'হাত তুলে সমস্ত সভ্যগণকে তিরস্কৃত করে সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ বিদুর এই কথা বললেন—

তেতো বাহূ সমুৎক্ষিপ্য নিবার্য্য চ সভাসদঃ।
বিদুরঃ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ ইদং বচনমব্রবীৎ॥

দ্রৌপদী কাতর প্রশ্ন করে অনাথার মত রোদন করছেন। সভ্যগণ, তোমরা সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সঙ্গত মনে কর না—বুঝতে পারছ না কি যে এতে ধর্ম্ম পীড়িত হচ্ছে—ধর্ম্মোহত্র পীড্যতে। আর্ত্ত যখন সুবিচারের আশায় রাজদ্বারে উপস্থিত হয় তখন সে আর্ত্ত নয়—সে প্রজ্বলিত হুতাশন এবং এই প্রজ্বলিত হুতাশনকে প্রশমিত করবার একমাত্র উপায় হচ্ছে ধর্ম্মবারিসিঞ্চন।

সভাং প্রপদ্যতে হ্যার্ত্তঃ প্রজ্বলন্নিব হব্যবাট্।
তং বৈ সত্যেন ধর্ম্মেণ সভ্যাঃ প্রশময়ন্ত্যত॥

আজ যিনি নীরব বা নিরুত্তর থাকবেন তিনি তাঁর নীরবতা দিয়ে প্রমাণ করবেন যে এই কুৎসিত আচরণে তাঁর সমর্থন আছে। এই অর্থে এই অধর্ম্মাচরণের তিনি অর্দ্ধেক ফলভাক্। আর যিনি সব জেনে এবং বুঝেও দ্রৌপদীর প্রশ্নের অসৎ উত্তর দেবেন তিনি সমস্ত অধর্ম্মাচরণের ফলভাগী হবেন। ধর্ম্ম পীড়িত হ'লে কাউকে ক্ষমা করে না—ধর্ম্ম রক্ষিত হ'লে মানব-

সমাজ রক্ষা পায়। ধর্ম্ম ও সুবিচার একসঙ্গে হাত ধরাধরি ক'রে চলে, এবং সমাজে যদি সুবিচার প্রশ্রয় না পায়, তাহ'লে সে সমাজের ধ্বংস অনিবার্য্য। ঠিক এই কথাই বলেছেন একজন আধুনিক ইংরেজ দার্শনিক পণ্ডিত—Justice is a power; and if it cannot create, it will at least destroy. অর্থাৎ, মনুষ্য-সমাজে ন্যায়বোধ একটা প্রকাণ্ড শক্তি। এই শক্তিকে কার্য্যকরী হ'তে না দিলে সমাজের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।

কুরুসভায় সেদিন উদ্‌ভ্রান্ত রাজশক্তির বিরুদ্ধে কেউ প্রতিবাদ করতে সাহস করেনি। সবাই দ্বিধাগ্রস্ত, ভীত, সন্ত্রস্ত। ধর্ম্মের দিকে চেয়ে নির্ভীক ও স্বাধীনভাবে অন্যায়কে অন্যায় বলবার মত সাহস কারো দেখা যাচ্ছিল না। মনুষ্যত্ব-বোধ সেদিন কুরুসভায় যেন লুপ্ত। সকলেই নপুংসের মত। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

যে নপুংস কোনদিন
চাহিয়া ধর্ম্মের পানে নির্ভীক স্বাধীন
অন্যায়েরে বলেনি অন্যায়, আপনার
মনুষ্যত্ব বিধিদত্ত নিত্য অধিকার
যে নির্ল্লজ্জ ভয়ে লোভে করে অস্বীকার
সভামাঝে,...

সেদিন কুরুসভায় একমাত্র বিদুর ছাড়া আর সবাই ছিল এই নপুংসের দলে। ভীষ্ম এবং দ্রোণ মনে করেছিলেন যে তাঁরা রাজশক্তি বা অর্থের দাস, তাই তাঁরা চুপ ক'রে ছিলেন। কিন্তু

রাজমন্ত্রী, বেতনভোগী ভৃত্য বিদুর দ্বিধাহীন প্রতিবাদ জানালেন সকলের সামনে এই জঘন্য নিন্দনীয় আচরণের বিরুদ্ধে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

যদি কেউ কথা না কয় ওরে ও অভাগা
যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে সবাই করে ভয়—
তবে পরাণ খুলে ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা
একলা বলরে।

সেদিন কুরুসভায় বিদুরের আচরণকে লক্ষ্য করেই কি বর্ত্তমান ভারতের কবি রবীন্দ্রনাথ একথা বলেছিলেন ?

তারপর যখন হৃতসর্ব্বস্ব ও সর্ব্বস্বান্ত হয়ে পাণ্ডবরা বনে যাচ্ছেন তখন বিদুর সর্ব্বজনসমক্ষে কিছুমাত্র ভীত না হয়ে যুধিষ্ঠিরকে এই আশীর্ব্বাদ করেছিলেন—যুধিষ্ঠির, ঠিক জেনো, অধর্ম্মের কাছে ক্ষণিক পরাজয়ে মনে কোনও ব্যথা আসতে পারে না—

যুধিষ্ঠির! বিজানীহি মমেদং ভরতর্ষভ।।
নাধর্ম্মবিজিতঃ কশ্চিদ্ব্যথতে বৈ পরাজয়াৎ ॥
এষ বৈ ধর্ম্মকল্যাণঃ সমাধিস্তব ভারত।।
নৈনং শক্রবিষহতে শক্রেণাপি সমোহচ্যুত! ॥

তুমি পরাজিত হয়েছ কিন্তু তোমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ এখনও বিদ্যমান—সে সম্পদ হচ্ছে তোমার ধর্ম্মকল্যাণসমাধি। এই সমাধির বল সর্ব্বাপেক্ষা বড় বল এবং স্বয়ং ইন্দ্রও এই বলকে পরাভূত করতে পারেন না। বিদুর আরও বললেন যে পাণ্ডবদের মাতা কল্যাণী কুন্তী সংকৃতা হয়ে বিদুরের গৃহে

অবস্থান করবেন যতদিন পাণ্ডবরা বনবাসে কাটাবেন। বিদুর পাণ্ডবদের প্রাণ ভরে আশীর্ব্বাদ করলেন—তোমাদের কল্যাণ হোক, মঙ্গল হোক—আবার তোমরা ফিরে আসবে সেই সুদিনের প্রতীক্ষায় আমি থাকবো। নিশ্চয়ই দেখব যে তোমরা কৃতার্থ এবং কল্যাণযুক্ত হয়ে ফিরে এসেছ।

অগদং বোঽস্তু ভদ্রং বো দ্রক্ষ্যামঃ পুনরাগতান্।
কৃতার্থং স্বস্তিমন্তং ত্বাং দ্রক্ষ্যামঃ পুনরাগতম্॥

৬

পাণ্ডবরা বনে যাচ্ছে এই দেখে ধৃতরাষ্ট্রের খুব চিন্তা হল। সঞ্জয় বললেন—সমগ্র পৃথিবী অধিকার করে এবং পাণ্ডবদের রাজ্যভ্রষ্ট করে মহারাজ আপনি কেন অনুশোচনা করছেন? ধৃতরাষ্ট্রের মনে ভয় ছিল, তিনি শান্তি পাচ্ছিলেন না। বিদুরকে তিনি ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন পাণ্ডবরা কি ভাবে, কেমন করে, বনে যাচ্ছে। বিদুর বললেন—ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কপট দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত হয়েও এবং হৃতরাজ্য হয়েও ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করেন নি। যুধিষ্ঠির উত্তরীয়-প্রান্তে মুখ ঢেকে বনে যাচ্ছেন, কেন না ক্রোধদীপ্ত নয়নে চারদিকে চেয়ে তিনি জনগণের অকল্যাণ করতে চান না। যুধিষ্ঠিরের এই আচরণ বিদুরের সমর্থন লাভ করেছিল, তাই বিদুর অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে যুধিষ্ঠিরের এই ধর্ম্মবুদ্ধির প্রশংসা করেছিলেন।

পাণ্ডবদের বনগমনের পর ধৃতরাষ্ট্রের আবার সন্তাপ উপস্থিত হল। ধর্ম্মাত্মা অগাধবুদ্ধি বিদুরকে তিনি ডেকে পাঠালেন। বললেন—বিদুর, ভার্গবের মত তোমার শুদ্ধা প্রজ্ঞা, পরম এবং শুদ্ধ ধর্ম্ম তুমিই অবগত আছ, বল আমাদের পথ কি ?

কোনও দ্বিধা না করে বিদুর উত্তর দিলেন—রাজা, ধর্ম্মে স্থির থেকে নিজের পুত্র এবং পাণ্ডুর পুত্রদের সমানভাবে দেখুন। দুর্য্যোধন যে অন্যায় করেছে তার শেষ কোথায় আমি বলতে পারি না। এখন আপনার একমাত্র কর্ত্তব্য হচ্ছে পাণ্ডবদের বন থেকে ফিরিয়ে আনা, এবং তাদের হৃতরাজ্য প্রত্যর্পণ করা, কারণ পরধনে লোভ করা মহাপাপ। এই কর্ত্তব্য আপনি যদি পালন না করেন তবে কুরুবংশের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

ধ্রুবং কুরূণাং ভবিতা বিনাশঃ।

যদি দুর্য্যোধন আপনার কথা না শুনতে চায় তা হলে তাকে নিগৃহীত করুন, পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করুন। যুধিষ্ঠির ধর্ম্মবুদ্ধির সাহায্যে, ধর্ম্মাচরণের পথে, পৃথিবী শাসন করুন। দুর্য্যোধন, শকুনি ও সূতপুত্র কর্ণ পাণ্ডবদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুক, এবং দুঃশাসনও ক্ষমা প্রার্থনা করুক ভীমসেন ও দ্রৌপদীর কাছে প্রকাশ্য সভায়।

দুঃশাসনো যাচতু ভীমসেনং
সভামধ্যে দ্রুপদস্যাত্মজাঞ্চ।

যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা দিন এবং তাঁকে সম্বর্দ্ধনা জানিয়ে রাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করুন। আপনি যদি প্রকৃতই জিজ্ঞাসু হন তবে আমি এছাড়া আর কি বলতে পারি ?

'হিতং মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ ।'

হিতকথা সব সময় মনোহারী হয় না। ধৃতরাষ্ট্র মনে করলেন যে বিদুর পাণ্ডবদের কল্যাণ কামনা করেন, এবং কৌরবদের অকল্যাণই চিন্তা করেন। ধৃতরাষ্ট্র তখনই বললেন, বিদুর, পাণ্ডবদের জন্য আমাকে পুত্রত্যাগ করতে বল ?

কথং হি পুত্রং পাণ্ডবার্থে ত্যজেয়ম্ ?

পাণ্ডবরা আমার পুত্রতুল্য হতে পারে, কিন্তু একথা আমি ভুলতে পারি না যে দুর্য্যোধন আমার নিজ দেহপ্রসূত—

দুর্য্যোধনস্তু মম দেহাৎ প্রসূতঃ ।

কখনও কি কোনও ধীর ব্যক্তি পরের জন্যে নিজের দেহকে বিসর্জ্জন দেয় ? বিদুর তোমার কথা কুটিলতা ও দুরভিসন্ধিতে পূর্ণ, তোমাকে আমার আর প্রয়োজন নেই, তুমি যেখানে ইচ্ছা চলে যেতে পার।

যথেচ্ছকং গচ্ছ বা তিষ্ঠ বা ত্বম্ ।

ক্ষুব্ধমনে বিদুর তখনই একাকী রথে চড়ে কাম্যকবনের দিকে চলে গেলেন। পাণ্ডবেরা সেখানে বাস করছিলেন। বিদুরকে আসতে দেখে, তাঁকে সম্বর্দ্ধনা করে তাঁর কাছে তাঁরা বসলেন। তারপর তাঁরা জানতে চাইলেন কেন বিদুর এসেছেন। বিদুর তখনই বললেন যে ধৃতরাষ্ট্র তাঁকে নির্ব্বাসিত করেছেন। নির্ব্বাসিত বিদুর যুধিষ্ঠিরের কাছে এসেছেন কেবলমাত্র একটি কথা ভাল করে বলে যাবার জন্য। বিদুর বললেন, কুরুসভায় সেদিন যে-কথা [illegible], সে-কথা

আবার বলছি। সে-কথা ভুলে যেওনা। সেই সত্যে অবিচলিত ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকো।

তদ্বৈ পার্থ যন্ময়োক্তং সভায়াং
তদ্ধার্য্যতাং তৎ প্রবক্ষ্যামি ভূয়ঃ।

বিদুরের কথার সার ছিল যে অসত্য বা অধর্ম্ম কোনও দিন স্থায়ী হয় না। তিনি দৃঢ়কণ্ঠে বলতে এসেছিলেন সেই কথা যে-কথা রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠেও ধ্বনিত হয়েছে বার বার—

"বলে যাব দ্যূতচ্ছলে দানবের মূঢ় অপব্যয়
গ্রন্থিতে পারে না কভু ইতিবৃত্তে শাশ্বত অধ্যায়।"

বিদুর রয়েছেন কাম্যকবনে যুধিষ্ঠিরদের সঙ্গে। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের মনে শান্তি নেই। অনুতাপ তাঁকে নিরন্তর দগ্ধ করছে।

ধৃতরাষ্ট্রো মহাপ্রাজ্ঞঃ পর্য্যতপ্যত ভারত।

তখনই সঞ্জয়কে ডেকে বললেন, সঞ্জয়, এখনই গিয়ে আমার ভাই বিদুরকে ডেকে নিয়ে এস। সঞ্জয় তখনই কাম্যকবনে গিয়ে বিদুরকে সব কথা বলে তাঁকে নিয়ে হাস্তিনপুরে ফিরে এলেন। ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে কোলে টেনে নিয়ে বারবার বলতে লাগলেন, বিদুর ক্ষমা করো—

ক্ষম্যতামিতি চোবাচ।

বিদুর উত্তরে বললেন, রাজা, আপনি আমার পরমগুরু, ক্ষমার কোন প্রশ্নই ওঠে না। এই দেখুন আপনার দর্শন পাব বলে ছুটে এসেছি।

তখনকার মত দুই ভা'য়ে মিলন হয়ে গেল। কিন্তু

পাণ্ডবদের বনবাসের সুদীর্ঘ তের বছর বিদুর আর নিজে অগ্রসর হয়ে ধৃতরাষ্ট্রকে কোনও কথা বলেননি, বা ধৃতরাষ্ট্রও বিদুরের কাছে কোনও পরামর্শ চাননি।

৭

যখন মৎস্যরাজ্যে, বিরাট নগরে, পাণ্ডবদের চরম কৃচ্ছ্রসাধন চলছে, এবং সেই অবস্থায় যখন কুরুসভায় বিরাটের গোধন হরণের সিদ্ধান্ত হল, তখন বিদুর সেই সভায় কোনও অংশ গ্রহণ করেননি। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য মৃদু প্রতিবাদ করে শেষ পর্য্যন্ত এই কুৎসিত গোধন হরণে অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

মৎস্যরাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযান করছেন কুরু বীরগণ। কর্ণ ও অশ্বত্থামার মধ্যে বিবাদ সুরু হ'য়েছে কৌরব শিবিরে। অশ্বত্থামা বলছেন কর্ণকে, অতীতের আচরণ স্মরণ করে লজ্জিত হও কর্ণ। 'একবস্ত্রা রজস্বলা দ্রৌপদীর পরিকর্ষণে তুমি অংশ গ্রহণ করেছ, ধর্ম্মের মূল ছিন্ন করেছ। সেদিন কুরুসভায় মহাপ্রাজ্ঞ বিদুরের কথা স্মরণ কর—

তত্র কিং বিদুরোঽব্রবীৎ ?

বারো বছর বনবাসে এবং এক বছর মৎস্যরাজ্যে অজ্ঞাতবাসের পর পাণ্ডবরা মৎস্যরাজ্যের সীমান্তে উপপ্লব্যনগরে এসেছেন। সেখান থেকে কৌরব পক্ষের সঙ্গে সম্মানজনক সর্ত্তে সন্ধির আলোচনা হচ্ছে, যুদ্ধের প্রস্তুতিও চলছে। প্রথমে পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের ব্রাহ্মণ পুরোহিত সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে

হাস্তিনপুরের রাজসভায় গেলেন। পুরোহিতের কথা শুনে ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে পাঠালেন উপপ্লব্যনগরে পাণ্ডবদের প্রকৃত অভিপ্রায় বুঝে আসবার জন্য। যুধিষ্ঠির সঞ্জয়কে সন্ধির জন্য অনেক কথা বলেছিলেন, এবং অবশেষে পাঁচ ভাইর জন্য মাত্র পাঁচখানি গ্রাম প্রার্থনা করেছিলেন। তিনি সঞ্জয়কে বলেছিলেন, সঞ্জয়, হাস্তিনপুরে ফিরে গিয়ে, বিশেষ করে বিদুরকে ব'লো তিনি যেন এই সঙ্কটে ধৃতরাষ্ট্রকে সদুপদেশ দেন এবং শান্তির কথা বলেন। যুদ্ধ আমরা চাই না।

তথৈব বিদুরং ব্রূয়াঃ কুরূণাং মন্ত্রধারিণম্।
অযুদ্ধং সৌম্য ভাষস্ব হিতকামো যুধিষ্ঠিরঃ॥

সঞ্জয় ফিরে গেলেন হাস্তিনপুরে। ধৃতরাষ্ট্র ডেকে পাঠালেন বিদুরকে তাঁর কাছ থেকে সদুপদেশ নেবার জন্যে। সঞ্জয়ের কথা শুনে ধৃতরাষ্ট্রের মনে ভয় হয়েছিল। বিদুরের মুখে হিতকথা শুনে তিনি সমস্ত রাত্রি জাগরণে কাটালেন। মহাভারতে উদ্যোগপর্ব্বে এই অধ্যায়কে বিদুর নীতিবাক্যে প্রজাগর অধ্যায় বলা হয়েছে।

ধৃতরাষ্ট্র জানতে চেয়েছিলেন প্রকৃত পণ্ডিত কে। বিদুর বললেন—

প্রবৃত্তবাক্ চিত্রকথ ঊহবান্ প্রতিভানবান্।
আশু গ্রন্থস্য বক্তা চ যঃ স পণ্ডিত উচ্যতে॥

অর্থাৎ বলবার সময় যাঁর বাক্য বিরত হয় না, যাঁর বক্তব্য ছবির মতো ফুটে ওঠে, যিনি সুযুক্তিপূর্ণ কথা বলেন, যাঁর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব আছে এবং যিনি অনায়াসে গ্রন্থের ব্যাখ্যা

করেন, তিনিই প্রকৃত পণ্ডিত। অপণ্ডিত বা নরাধমের কথাও বিদুর বলেছিলেন। যে অনাহূত যেখানে সেখানে যাচ্ছে, এবং কেউ কোনও কথা জিজ্ঞাসা না করলেও নিজের থেকেই বহু কথা বলে যাচ্ছে সেই অপণ্ডিত—

অনাহূতঃ প্রবিশতি অপৃষ্টো বহু ভাষতে।

বিদুর কখনো অনাহূত প্রবেশ করতেন না, এবং অপৃষ্ট হয়ে কখনো কোনও কথা বলতেন না।

বিদুর পণ্ডিতের যে সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করেছেন, এবং প্রকৃত পণ্ডিতের যে সমস্ত লক্ষণের উল্লেখ করেছেন, সেগুলো বিদুর-চরিত্রেই আমরা দেখতে পাই।

তারপর বিদুর বলেছিলেন শীল বা সৎস্বভাবের কথা। শীলবান্ পুরুষ পৃথিবীতে সব জয় করতে পারেন। যার চরিত্রে শীলের বিনাশ ঘটেছে তার জীবনে আর কোনও অর্থ থাকে না। ধন, বন্ধু এবং সম্পদ সবই নিষ্ফল হয়ে যায় শীলের অভাবে। "সর্ব্বং শীলবতা জিতম্"—বলেছিলেন বিদুর। বোধহয় এইজন্যই বলেছিলেন যে ধৃতরাষ্ট্র অন্য কোনও বিষয় বিবেচনা না করে, শীলের দ্বারা পাণ্ডবদের জয় করবার চেষ্টা করুন। শীল থেকেই বৃত্তের বা আচরণের কথা আসে। বিদুর আচরণের কথাও তুলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে বৃত্ত বা আচরণ রক্ষিত হওয়া উচিত। কেন না মানুষের ধনসম্পদ ক্ষণস্থায়ী—তা আসে এবং যায়। যাঁর বৃত্ত অক্ষীণ থাকে তিনি কখনও ক্ষুণ্ণ হন না—বৃত্তবিনাশে মনুষ্যত্ব বা পুরুষার্থেরও বিনাশ ঘটে।

বৃত্তং যত্নেন সংরক্ষেদ্বিত্তমেতি চ যাতি চ।
অক্ষীণো বিত্ততঃ ক্ষীণো, বৃত্ততস্তু হতো হতঃ ॥

ধৃতরাষ্ট্র বিদুরের কথা শুনতে চাইতেন। মহাভারতে আমরা বার বার দেখতে পাই যে ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে বলছেন, মহাবুদ্ধি বিদুর, তুমি তোমার ধর্ম্মার্থপূর্ণ কথা বল, তোমার বিচিত্রকথা শুনে আমার কিছুতেই তৃপ্তি হয় না। আজ সেজন্য বিদুর আবার বলছেন, রাজা, পাণ্ডুর পাঁচ পুত্র হিমালয়ের অরণ্যে জন্মগ্রহণ করেছিল, পিতৃহীন হয়ে তোমার আশ্রয় নিয়েছে। বাল্যে পিতার মতো তাদের গ্রহণ করেছ, সুশিক্ষা দিয়েছ। তোমার আদেশ ওরা সব সময় পালন করে। প্রাপ্য পিতৃরাজ্য ওদের ফিরিয়ে দাও, পাণ্ডবদের সুখী কর, নিজে সুখী হও, তোমার পুত্রগণ সুখে থাকুক। তুমি যদি এই আচরণ কর, তা হলে দেবলোকে বা মনুষ্যলোকে নিন্দনীয় হবে না।

বিদুর জানতেন যে দুর্য্যোধনের কথা না শুনে ধৃতরাষ্ট্র এই ব্যবস্থা করতে পারেন না। সেজন্য দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি বলেছিলেন, ত্যাগ কর দুর্য্যোধনকে—"দুর্য্যোধনং ত্যজ পুত্রং ত্বমেকম্।" দুর্য্যোধনকে ত্যাগ করলে আর সমস্ত পুত্রেরা রক্ষা পাবে, না করলে সকলের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। ধৃতরাষ্ট্র উত্তর দিলেন, বিদুর, তুমি তো ভাল কথাই বল, প্রাজ্ঞের মতো উপদেশ দাও, কিন্তু আমি নিজের ছেলেকে ত্যাগ করতে পারি না।

৮

ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে সঞ্জয় গিয়েছিলেন উপপ্লব্যনগরে পাণ্ডবদের শিবিরে, আসন্ন যুদ্ধ সম্বন্ধে তাদের মনোভাব বুঝে আসবার জন্য। হাস্তিনপুরের রাজসভায় সঞ্জয় ফিরে এলেন তাঁর দৌত্যের কাহিনী বর্ণনা করতে। কিন্তু কিছু বলবার আগেই সঞ্জয় মূর্চ্ছিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। তাঁর মুখে কথা সরছে না। বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে বলছেন, মহারাজ সঞ্জয় তাঁর দৌত্যের গুরুত্ব অনুভব করে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছেন। আপনিও স্থির ভাবে চিন্তা করে আপনার কর্ত্তব্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করবার চেষ্টা করুন। ধৃতরাষ্ট্র চিন্তিত হলেন। দুর্য্যোধনকে বললেন, পুত্র, সঞ্জয় উন্মত্তের মতো বিলাপ করছে। যুদ্ধে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত করা অসম্ভব। দুর্য্যোধন, এ যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হও, অর্দ্ধেক পৃথিবী পাণ্ডবদের দিয়ে পাত্র-মিত্র-অমাত্য নিয়ে বাঁচবার চেষ্টা কর। কিন্তু দুর্য্যোধনের একমাত্র পণ, তিনি বিনাযুদ্ধে পাণ্ডবদের সূচ্যগ্র ভূমিও দান করবেন না—

যাবদ্ধি সূচ্যাস্তীক্ষ্ণায়া বিধ্যেদগ্রেণ মাধব !
তাবদপ্যপরিত্যাজ্যং ভূমের্নঃ পাণ্ডবান্ প্রতি ॥

ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে বললেন, বিদুর আমার পুত্র দুর্য্যোধন মৃত্যুপাশে বদ্ধ, সে কোনও হিতকথাই শুনবে না। বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে সংযম এবং দমধর্ম্মের কথা শোনালেন। উদ্দেশ্য ছিল যে দুর্য্যোধন সেই কথা শুনে দান্ত হবেন, সুবৃত্ত হবেন, শীলবান্ হবেন, প্রসন্নাত্মা হবেন, এবং আত্মবিদ্ হবেন। যখন

দেখলেন যে দুর্য্যোধন কিছুতেই আপোষ করতে রাজী নন, তখন বিদুর আবার ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, মহারাজ, যুধিষ্ঠিরকে কোলে টেনে নিন, আসন্ন কুরুপাণ্ডব যুদ্ধে কিছুতেই কৌরব পক্ষের জয় হতে পারে না। সেদিন কি দেখলেন না বিরাট নগরে একা অর্জ্জুন ছয়জন রথীকে কি ভাবে পরাজিত করলেন? বিদুরের কথা শুনে ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনকে বললেন, দুর্য্যোধন, কথা শোনো, বোঝো. তুমি উৎপথগামী হচ্ছ, সৎলোকের বাক্য এবং সুহৃদের কথায় কান দাও। বিদুর বিরাটনগরে অর্জ্জুনের কীর্ত্তির কথা ঠিকই বলেছেন। অর্জ্জুনের শৌর্য্যবীর্য্য স্মরণ করে শান্ত হও।

সেদিন কুরুসভায় কিছুতেই কোনও সিদ্ধান্তে পৌছনো সম্ভব হচ্ছে না। অনবরত কথা কাটাকাটি চলছে। এমন সময় বিদুর গান্ধারীকে এবং মহর্ষি বেদব্যাসকে সেখানে নিয়ে এলেন। ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীকে দেখেই বলে উঠলেন, গান্ধারী, তোমার দুরাত্মা পুত্র দুর্য্যোধন অধঃপতিত হচ্ছে। সে শ্রেয়োবাক্য বা হিতকথা শোনে না। গান্ধারী তখনই দুর্য্যোধনকে তিরস্কার করলেন। বললেন, ঐশ্বর্য্যকামী দুরাত্মা, তুমি বৃদ্ধের শাসন মানো না। তুমি কি বুঝতে পারছ না যে ঐশ্বর্য্য এবং জীবন বিসর্জ্জন দিয়ে, আমাকে এবং তোমার পিতাকে শোকানলে দগ্ধ করে, তুমি চলে যাবে, আর তা দেখে শত্রুরা হাসবে। আজ তুমি একথা মনে করছ না, কিন্তু যেদিন ভীমের হাতে তোমার মৃত্যু ঘটবে সেদিন পিতামাতার এই কথা, এই সাবধানবাণী তোমার মনে পড়বে।

বেদব্যাসও এই ধরণের কথাই বললেন। কিন্তু কোনও ফলই হল না। ইতিমধ্যে সঞ্জয় আবার ঘোষণা করলেন যে সন্ধির শেষ চেষ্টার জন্য শ্রীকৃষ্ণ নিজে হাস্তিনপুরে কুরুসভায় শীগ্‌গিরই আসছেন।

৯

শ্রীকৃষ্ণ উপপ্লব্যনগর থেকে যাত্রা করলেন হাস্তিনপুরের দিকে, শরৎঋতুর অবসানে, কার্ত্তিকমাসের শুক্লপক্ষে—"শরদন্তে হিমাগমে স্ফীতশস্যমুখে কালে।" এই খবর পেয়ে ধৃতরাষ্ট্র বিত্নরকে ডেকে পাঠালেন এবং তাঁকে বললেন, বিত্নর, জনার্দ্দন উপপ্লব্যনগর থেকে বেরিয়ে পড়েছেন, বৃকস্থল অবধি তিনি এসে পৌঁছেছেন, শীগ্‌গিরই হাস্তিনপুরে এসে উপস্থিত হবেন। তাঁর সম্বর্দ্ধনার উপযুক্ত ব্যবস্থা কর। দাশার্হ শ্রীকৃষ্ণ পূজার যোগ্য। আমি যদি তাঁকে অনেক ধনরত্ন, দাসদাসী, হস্তী, অশ্ব দিই, এবং হাস্তিনপুরে তাঁর থাকবার ব্যবস্থা খুব ভাল করে করি, তাহলে কি তিনি আমাদের পক্ষের কথা একটু শুনবেন না ?

বিত্নর হেসে বললেন, আপনি ধর্ম্মবুদ্ধি দ্বারা প্রণোদিত হয়ে একথা বলছেন না। এই সমস্ত উপকরণ কৃষ্ণের প্রিয় হতে পারে না, অর্থের দ্বারা কৃষ্ণকে বশীভূত করা যাবে না। কৃষ্ণ খানিকটা পা ধোবার জল, আর কুশল-প্রশ্নেই সুখী হন। মহারাজ, আপনি পাণ্ডবদের পাঁচভাইকে পাঁচখানি গ্রাম দিতে

প্রস্তুত নন, অথচ এত অর্থ দিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে বশ করতে চান! কৃষ্ণ শান্তিসংস্থাপনের জন্য হাস্তিনপুরে আসছেন, তাঁর কথা শুনে শান্তির ব্যবস্থা করুন, তাতেই তিনি প্রীত হবেন। আপনি পাণ্ডবদেরও পিতা—তারা আপনার পুত্র। আপনি বৃদ্ধ, তারা শিশু—তারা আপনার সঙ্গে পুত্রের মতো আচরণ করে। রাজা, আপনি পিতার আচরণ রক্ষা করে চলুন।

কৃষ্ণ হাস্তিনপুরে এসে, ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্য্যোধনের সঙ্গে দেখা ক'রে, বিদুরের বাড়ীতে উপস্থিত হলেন। দুর্য্যোধনের রাজোচিত সৎকার উপেক্ষা ক'রে তিনি বিদুরের আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। বিদুরের বাড়ীতে কুন্তীর সঙ্গে অনেক বছর পরে তাঁর দেখা হল। কুন্তী সেদিন কৃষ্ণের সামনে বিদুরের চরিত্র ও আচরণ তুলে ধরেছিলেন, বলেছিলেন যে ভারতবংশে এক-মাত্র পূজনীয় লোক হচ্ছেন বিদুর। যদিও তিনি ক্ষত্তা, শূদ্রাণী দাসীর গর্ভজাত পুত্র, তবু বিদুর সর্ব্বজনপ্রণম্য। কেন না কুরুসভায় সেই কপট দ্যূতক্রীড়ায় দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা দেখে একমাত্র বিদুরই প্রতিবাদ করেছিলেন।

তস্মাং সংসদি সর্ব্বেষাং ক্ষত্তারং পূজয়াম্যহম্
বৃত্তেন হি ভবত্যার্য্যো ন ধনেন ন বিদ্যয়া॥

গম্ভীর ও মহাবুদ্ধি বিদুর—শীলই হচ্ছে তাঁর চরিত্রের এবং ব্যক্তিত্বের একমাত্র অলঙ্কার। বিদুরের শীলরূপী অলঙ্কার সমস্ত পৃথিবীতে উদ্ভাসিত হয়ে থাকবে।

বিদুর সম্বন্ধে কৃষ্ণ-কুন্তীর এই কথোপকথন মহাভারতের এক অমূল্য সম্পদ। বিদুরের চরিত্রবল সম্বন্ধে কৃষ্ণের মনে

কোনও সংশয় ছিল না। তিনি কুন্তীর কথা শুনে আশ্বস্ত হলেন।

বিত্নুরের আতিথ্য গ্রহণ ক'রে কৃষ্ণ খুবই আনন্দিত হয়েছিলেন। বিত্নুরের শ্রদ্ধার অন্ন, শুচি অন্ন, বিবিধ অন্ন খুবই আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। রাত্রিতে আহার ও বিশ্রামের পর বিত্নুর কৃষ্ণকে বললেন, হে কেশব, এখানে এই শত্রুপুরীতে আপনার আগমন আমার ভাল লাগছে না। মূর্খ ত্নুর্য্যোধন আপনার কথা শুনবে না—আপনার বাক্য তার কাছে হবে নিরর্থক। ত্নুর্য্যোধন কখনও বৃদ্ধের সেবা করেনি। ঐশ্বর্য্য-দর্পে সে বিমূঢ়, তার ওপর বয়সের দর্পও তার আছে। সে শ্রেয়কে বরণ করবে না। আপনার সমর্থ বাক্য ত্নুর্য্যোধনের কাছে অসমর্থ হয়ে যাবে। বহু ত্নুষ্টচেতা লোক কুরুসভায় উপস্থিত। আপনি কেমন করে সেই শত্রুদের মধ্যে যাবেন ?

বিত্নুরের কথা শুনে কৃষ্ণ বললেন, বিত্নুর, আসন্ন বিপদ থেকে কুরুপাণ্ডবদের রক্ষার জন্য আজ আমি এই দৌত্যকার্য্যে এসেছি। আমি শান্তির জন্য, কল্যাণের জন্য, অকপট ভাবে শেষ চেষ্টা করে দেখব—একথা যেন ভবিষ্যতে কেউ না বলতে পারে যে কৃষ্ণ তার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কুরু-পাণ্ডবের এই সর্ব্বনাশজনক যুদ্ধ নিবারণ করবার কোনও চেষ্টা করেন নি।

শক্তো নাবারয়ৎ কৃষ্ণঃ সংরব্ধান্ কুরুপাণ্ডবান্।

সেই জন্যই আমি এসেছি। কুরুসভায় প্রবেশ করতে আমার কোনও ভাবনা নেই। সমস্ত রাজারা মিলেও যদি আমাকে নিগৃহীত করবার চেষ্টা করে, তাহলেও আমি বলব

তারা সকলে মিলেও আমার সমান নয়—ক্রুদ্ধ সিংহের সামনে যেমন ইতর প্রাণী দাঁড়াতে পারে না, তেমনি ক্রুদ্ধ কৃষ্ণের সামনে কুরুসভার রাজেন্দ্রবৃন্দ দাঁড়াতে পারবে না।

ন চাপি মম পর্য্যাপ্তাঃ সহিতা সর্ব্বপার্থিবাঃ।
ক্রুদ্ধস্য প্রমুখে স্থাতুং সিংহস্যেবেতরে মৃগাঃ॥

বিদুরের বাড়ীতে শিবানক্ষত্রসম্পন্না সেই পুণ্যরাত্রি কৃষ্ণের সুখনিদ্রাতেই কেটেছিল।

১০

পরদিন অতি প্রত্যূষে মাঙ্গলিক শঙ্খদুন্দুভি শুনে কৃষ্ণের ঘুম ভাঙ্গল। প্রাতঃকৃত্য শেষ করে, ব্রাহ্মণদের বন্দনা করে কৃষ্ণ প্রস্তুত হলেন। বিদুরকে সঙ্গে নিয়ে কুরুসভায় যাবেন। বক্ষে কৌস্তুভমণি ধারণ করে কৃষ্ণ একখানি সুন্দর রথে আরোহণ করলেন। সেই রথের পেছনে আরেকটি রথে চললেন সর্ব্বধর্ম্মবিদ্ বিদুর। রথ ক্রমে কুরুসভার দ্বারে পৌঁছল। বিদুরের হাত ধরে—"পাণৌ গৃহীত্বা বিদুরম্—" কৃষ্ণ কুরুসভায় প্রবেশ করলেন। কৃষ্ণের জন্য সেই সভাস্থলে "সর্ব্বতোভদ্র" স্বর্ণাসনের ব্যবস্থা হয়েছিল। কৃষ্ণ নির্দ্দিষ্ট আসনে বসলেন। তাঁর পাশেই শুক্লবর্ণ মৃগচর্ম্মযুক্ত এক মণিময় পীঠে বিদুর। সেদিন কুরুসভায় কৃষ্ণের অপূর্ব্ব ভাষণ শোনবার জন্য এসেছিলেন আকাশপথে দেবতারা, আর পৃথিবীর পথে ভারতের শ্রেষ্ঠ ঋষিরা। জলদমন্দ্রস্বরে, "জীমূত

ইব ঘর্ম্মান্তে", সমস্ত সভাস্থলকে কাঁপিয়ে, ধৃতরাষ্ট্রকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করে, শ্রীকৃষ্ণ বলতে আরম্ভ করলেন তাঁর শান্তির বাণী। নানাভাবে হিতকথা তিনি বললেন, তথ্য বললেন, এই সংকটে কি পথ্য তাও নির্দ্দেশ করলেন। ধৃতরাষ্ট্রকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, রাজা, আপনার পুত্রদের বশে আনুন। পাণ্ডবের পক্ষ থেকে আমি আশ্বাস দিচ্ছি আমরা শান্তির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

ধৃতরাষ্ট্র কৃষ্ণের কথা শুনে এবং খানিকটা ভয়ে দুর্য্যোধনকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন। একথাও তিনি সেদিন বললেন যে পাণ্ডবদের অর্দ্ধেক রাজ্য দিয়ে কুরুকুলের কল্যাণ সাধন কর।

"অর্দ্ধং প্রদায় পার্থেভ্যঃ মহতীং শ্রিয়মাপ্নুহি।"

কুরুপিতামহ ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্রের কথা সমর্থন করে দুর্য্যোধনকে অনেক উপদেশ দিলেন। কিন্তু দুর্য্যোধন কিছুই শুনল না। সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে বিনাযুদ্ধে সূচ্যগ্র ভূমিও পাণ্ডবদের দেবে না। তখন ক্ষত্তা বিদুর দুর্য্যোধনকে বললেন, দুর্য্যোধন, তুমি সর্ব্বনাশের পথে পা বাড়াচ্ছ, তোমার জন্য আমি দুঃখ করি না। তোমার বৃদ্ধ পিতা ধৃতরাষ্ট্র এবং মাতা গান্ধারীর জন্য আমার দুঃখ হয়। তাঁরা পুত্রপৌত্র-সুহৃৎ-অমাত্য-বিহীন হয়ে ভিক্ষুকের মতো পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াবেন।

ধৃতরাষ্ট্রের কথায় রাজমাতা পতিব্রতা বদ্ধনয়না গান্ধারীকে প্রকাশ্য রাজসভায় আবার নিয়ে এলেন বিদুর। ধৃতরাষ্ট্র বললেন, গান্ধারী, তোমার দুরাত্মা পুত্র, ঐশ্বর্য্যলোভী দুর্য্যোধন আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে। তুমি ওকে বুঝিয়ে কর্ত্তব্যের পথে ফেরাও।

গান্ধারী তখন দুর্য্যোধনকে বললেন, পুত্র, যুদ্ধে কল্যাণ নেই, ধর্ম্ম নেই, অর্থ নেই, সুখ নেই। তা ছাড়া এ যুদ্ধে তোমার বিজয়ও অসম্ভব। যুদ্ধের পথ ছেড়ে শান্তির পথে এস।

ন যুদ্ধে তাত কল্যাণং ন ধর্ম্মার্থৌ কুতঃ সুখম্।
ন চাপি বিজয়ো নিত্যং মা যুদ্ধে চেত আধিথাঃ॥

লোভ করো না, পাণ্ডবদের সঙ্গে শান্তিসূত্রে আবদ্ধ হও। পিতার বাক্য, মাতার বাক্য এবং বিদুরের হিতবাক্য উপেক্ষা করে দুর্য্যোধন বললেন, আমরা বলপ্রয়োগ করে পাণ্ডবদের বন্ধু কৃষ্ণকে এই সভায় বন্দী করব। দীর্ঘদর্শী বিদুর এই কথা শুনে শিউরে উঠলেন। তখনই ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, রাজা, তোমার পুত্র দুর্য্যোধন পতঙ্গের মতো অগ্নিকে আলিঙ্গন করতে যাচ্ছে। দুর্য্যোধনের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি ঘোরবিক্রম শ্রীকৃষ্ণের শক্তি সম্বন্ধে ধারণা করতে পারছ না। মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণকে ধর্ষিত করবার চেষ্টা হবে পতঙ্গের আগুনে ঝাঁপ দেওয়ার মতো।

প্রধর্ষয়ন্ মহাবাহুং কৃষ্ণমক্লিষ্টকারিণম্।
পতঙ্গোঽগ্নিমিবাসাদ্য সামাত্যো ন ভবিষ্যসি॥

বিদুর নীরব হওয়া মাত্রই কৃষ্ণ দুর্য্যোধনকে বললেন, দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধন, তুমি হয়ত মনে ভাবছ যে আমি একা, আমাকে নিগৃহীত করা বোধহয় সহজ হবে। যদি তোমার সাহস থাকে তবে আমার দিকে এগিয়ে দেখ। এই কথা বলে শ্রীকৃষ্ণ অট্টহাস্য করলেন। সেই হাসির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর

সর্ব্বদেহে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখা গেল। ললাটে ব্রহ্মা, বক্ষে রুদ্র, বাহুযুগে লোকপাল, মুখে অগ্নি। তাঁর চোখ কান ও নাক থেকে বার হচ্ছে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। প্রতিটি লোমকূপে সূর্য্যের কিরণ। মনে হচ্ছিল তিনি যেন সহস্রচরণ, শতবাহু এবং সহস্রনেত্র। কেশবের সেই ঘোর রূপ দেখে কুরুসভায় সকলে ভয়ে চোখ বুজল। কৃষ্ণের সেই বিশ্বরূপ দর্শন করবার সৌভাগ্য হয়েছিল বিদুরের, ভীষ্মের এবং দ্রোণের। অনুগ্রহ করে কৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রকে দিব্যচক্ষু দিয়েছিলেন, তাই সেই পরম রূপ তিনি দেখতে পেলেন।

সভাস্থলে শতকণ্ঠে প্রার্থনা উঠছে—ক্রোধ সম্বরণ করো প্রভু, তোমার এই ঘোর রূপ অপসৃত হোক। কৃষ্ণ এতে শান্ত হলেন। আবার বিদুরেরই হাত ধরে, "পাণৌ বিদুরমেব চ" ধীর পদক্ষেপে সভাস্থল ত্যাগ করে বাইরে চলে গেলেন।

বিদুরের ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হল, কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ অনিবার্য্য হয়ে উঠল।

১১

যুদ্ধ আরম্ভের পর বিদুর সময়ের অপেক্ষায় রইলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে তখন তাঁর আর কিছু করবার নেই। বিদুর নিজেই অনেকবার বলেছেন যে তাকেই বলে মূর্খ, যে অনাহূত হয়ে কারুর কাছে যায়, এবং জিজ্ঞাসা না

করলেও আপনা থেকেই অজস্র কথা বলে। তাই আঠার দিন ব্যাপী সর্ব্বনাশজনক কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মধ্যে বিদুর কোন কথা বলেননি—ভীষ্মপর্ব্বে দ্রোণপর্ব্বে এবং কর্ণ- ও শল্য-পর্ব্বে আমরা সেই জন্য বিদুরকে দেখি না। কিন্তু যখন সব শেষ হয়ে গেছে, ধৃতরাষ্ট্র পুত্রশোকে বার বার মূর্চ্ছা যাচ্ছেন, তখন আবার বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের পাশে এসে দাঁড়াচ্ছেন, বলছেন, রাজা, নিজের চেষ্টায় শোকের ঊর্দ্ধে ওঠবার চেষ্টা কর।

সর্ব্বে ক্ষয়ান্তা নিচয়াঃ পতনান্তাঃ সমুচ্ছ্রয়াঃ।
সংযোগা বিপ্রয়োগান্তা মরণান্তঞ্চ জীবিতম্॥
অদর্শনাদাপতিতাঃ পুনশ্চাদর্শনং গতাঃ।
ন তে তব ন তেষাং ত্বং তত্র কা পরিদেবনা॥

বিদুরের অমৃতময়ী সঞ্জীবনী বাণী শুনে ধৃতরাষ্ট্র অনেকটা আশ্বস্ত হলেন, এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর বিদুরের সাহচর্য্যেই পনের বছর পাণ্ডবদের আশ্রয়ে হাস্তিনপুরে কাটালেন।

পনের বছর উত্তীর্ণ হবার পর বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্র ভীমের বাক্যবাণে জর্জ্জরিত হয়ে নির্ব্বেদাপন্ন হলেন। ভীম প্রায়ই ধৃতরাষ্ট্রকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতেন, এই বৃদ্ধের একশ' ছেলে আমার এই দুই হাতে পিষে মেরেছি।

বিদুরকে ধৃতরাষ্ট্র যখন ডেকে পাঠালেন তখন বিদুর আবার সেই কথাই বলেছিলেন, যে কথা চিরদিনই তিনি বলে এসেছেন। ধৃতরাষ্ট্রও বার বার স্বীকার করেছেন বিদুরের প্রজ্ঞাকে, যদিও বিদুরের উপদেশানুযায়ী কোনও কাজই তিনি করেননি—

"অস্মিন্ হি রাজর্ষিবংশে ত্বমেকঃ প্রাজ্ঞসম্মতঃ।"
"প্রজ্ঞা চ তে ভার্গবস্যেব শুদ্ধা।"

আজও সেই শুদ্ধা প্রজ্ঞা নিয়েই "বুদ্ধিসত্তম" বিদুর বললেন, চলুন আমরা এই রাজভোগ ছেড়ে ত্যাগের পথে, সন্ন্যাসের পথে বেরিয়ে পড়ি।

বিদুরের উপদেশে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী এবং সঞ্জয় বেরিয়ে পড়লেন মহাপ্রস্থানের পথে বিদুরকে সঙ্গে নিয়ে।

হাস্তিনপুরের "বর্দ্ধমান" দ্বার দিয়ে এঁরা বেরিয়ে যাচ্ছেন, কার্ত্তিকী পূর্ণিমার পর। সকলের আগে কুন্তী, কুন্তীর কাঁধে হাত দিয়েছেন বদ্ধনেত্রা গান্ধারী, গান্ধারীর কাঁধে হাত রেখেছেন অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র। ডান দিকে বিদুর, বাঁ দিকে সঞ্জয়। সকলে চলেছেন হিমালয়ের দিকে।

১২

কিছুদিন পর হিমালয় পর্ব্বতে রাজর্ষি শতযূপের আশ্রমে তাঁরা এসেছেন। সেই আশ্রমে একদিন পাণ্ডবেরা পাঁচভাই দ্রৌপদীকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হলেন। জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী এবং বিদুরের কুশল সংবাদের জন্য আশ্রমে এসে যুধিষ্ঠির দেখলেন যে বিদুর সেখানে নেই। ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে বললেন, পুত্র, বিদুর কুশলেই আছেন, কিন্তু তিনি এখন অনাহারে বায়ুভুক্ হয়ে কঠোর তপস্যা করছেন।

কুশলী বিদুরঃ পুত্র তপো ঘোরং সমাশ্রিতঃ।
বায়ুভক্ষো নিরাহারঃ কৃশো ধমনী সন্ততঃ॥
কদাচিদ্দৃশ্যতে বিপ্রৈঃ শূন্যেঽস্মিন্ কাননে ক্বচিৎ।

তাঁকে আমরা প্রায়ই দেখি না।

বিদুর আশ্রমে থাকেন না, এই কথা শুনে যুধিষ্ঠির বেরিয়ে পড়লেন বিদুরের খোঁজে। ঘোর বনে দেখা হল বিদুরের সঙ্গে। তিনি ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। বিদুরকে দেখে যুধিষ্ঠির বলে উঠলেন, আমি যুধিষ্ঠির, আপনার প্রিয় যুধিষ্ঠির। বিদুর এই সম্ভাষণের কোনও উত্তর না দিয়ে শুধু যুধিষ্ঠিরের দিকে অনিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। যুধিষ্ঠির অনুভব করলেন যেন বিদুরের দেহ এবং প্রাণ তাঁর দেহ এবং প্রাণের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে।

"স যোগবলমাস্থায় বিবেশ নৃপতেস্তনুম্"।

অর্থাৎ যোগপ্রভাবে বিদুর যুধিষ্ঠিরের দেহে প্রবেশ করলেন। যুধিষ্ঠিরের মনে হল তিনি তৎক্ষণাৎ যেন দেহে অনেক বল লাভ করলেন।

"বলবন্তং তথাত্মানং মেনে বহুগুণং তদা।"

যুধিষ্ঠির তারপর দেখলেন যে বিদুরের দেহে প্রাণ নেই। দেহ-সংকারের জন্য চিন্তিত হলেন। তখনই আকাশবাণী হল—অগ্নিসংকারের কোনও প্রয়োজন নেই। ইনি সনাতন ধর্ম্ম, যতিধর্ম্ম অবলম্বন করে দেহত্যাগ করেছেন, সুতরাং এঁর জন্য শোক অবিধেয়। যুধিষ্ঠির আশ্রমে ফিরে এসে সমস্ত

কথা জানালেন এবং সেই কথা শুনে সকলে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লেন।

মহাভারতে বিদুর-নির্যাণের এই শেষ কথা।

১৩

মহাভারতে বিদুর বিগ্রহবান্ ধর্ম্ম। স্বয়ং ধর্ম্মই বিদুর-রূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, জনকল্যাণ ও লোকশিক্ষার জন্য। সমগ্র মহাভারতে বিদুর অক্লান্তভাবে বারংবার প্রজ্ঞার কথা বলেছেন, এবং ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁর সন্তানদের সত্যের পথে, কল্যাণের পথে চালিত করবার চেষ্টা করেছেন। কোনও লোভ হর্ষ বা ভয় তাঁকে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট করতে পারেনি। কুরু-রাজের মন্ত্রী হয়েও পাণ্ডবদের এবং শ্রীকৃষ্ণের তিনি অশেষ শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। যুধিষ্ঠিরের স্থির বিশ্বাস ছিল যে বিদুর ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্য পেলেও মিথ্যাভাষণ করতে পারেন না। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্ব্বে যখন শান্তির আলোচনা চলছিল, তখন যুধিষ্ঠির নির্ভর করেছিলেন বিদুরের মন্ত্রণার ওপর। সঞ্জয়কে তিনি বলেছিলেন, সঞ্জয়, কুরুরাজের মন্ত্রধারী সৌম্য বিদুরকে ভাল করে ব'লো তিনি যেন অ-যুদ্ধের কথা বলেন। যুধিষ্ঠির যুদ্ধ চায় না, সে উভয়পক্ষের প্রকৃত হিতকামী। বিদুরের ঐকান্তিক চেষ্টা কিন্তু নিষ্ফল হল। ধর্ম্মের কথা মানুষ শোনে না—এই বিপর্য্যয় মানুষের ইতিহাসে বার বার ঘটেছে। রক্তস্নানের মধ্য দিয়ে, এবং সর্ব্বনাশের মধ্য দিয়ে, মানুষ এই

পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছে। সে প্রায়শ্চিত্ত করেছিল কৌরবগণ, বিদুরের কথা না শুনে কুরুক্ষেত্র সমরপ্রাঙ্গণে। মহাভারতের শেষে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন দুঃখ করে লিখছেন—

ঊর্দ্ধবাহুর্বিরৌম্যেষ ন চ কশ্চিচ্ছৃণোতি মাম্।
ধর্ম্মাদর্থশ্চ কামশ্চ স কিমর্থং ন সেব্যতে ॥

দুই হাত তুলে কেঁদে বেড়াচ্ছি, কেউ আমার কথা শোনে না। ধর্ম্মপথে অর্থ এবং কাম দুয়েরই প্রাপ্তি ঘটে। কেন মানুষ ধর্ম্মের সেবা করে না? এই বেদনা বিদুরের ছিল। তিনিও দুই হাত তুলে তিরস্কৃত করেছিলেন কৌরবগণের অধর্ম্মাচরণ। কিন্তু গভীর পরিতাপের বিষয় যে বিদুরের হিতকথায় কৌরবগণ কখনই কর্ণপাত করেনি। মহাভারতে মহাকবি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন একটি ভারতসাবিত্রী দিয়ে গেছেন। সেটি হচ্ছে ভারতবর্ষের ধ্যানমন্ত্র, জপমন্ত্র, ও গায়ত্রী ঃ

ন জাতু কামান্ন ভয়ান্ন লোভাৎ
ধর্ম্মং ত্যজেৎ জীবিতস্যাপি হেতোঃ।

এই ভারতসাবিত্রী বিদুরের চরিত্রে এবং আচরণে সর্ব্বদা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বিদুর এই মন্ত্রই দিতে এসেছিলেন, এবং সাময়িক বিফলতা সত্ত্বেও চিরকালের জন্য ভারতবর্ষকে এই ধ্যানমন্ত্র দিয়ে গেছেন। মহাভারতের মহাকবি বারবার এই মন্ত্রের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করেছেন। আমাদের কর্ত্তব্য হচ্ছে এই মন্ত্রের অর্থ সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি করা, এবং তদনুসারে আমাদের চরিত্রে এবং আচরণে এই মন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করা।

মহাকবির ভাষাতেই আমরা বলব ভারতবর্ষ যেন সমবেত স্বরে বলতে পারে :

"শ্রূয়তাং সিংহনাদোঽয়ং ঋষেস্তস্য মহাত্মনঃ"।

ঋষি কবির ধর্ম্মসম্বন্ধে এই সিংহনাদ সকলে মিলে শ্রবণ কর।

গান্ধারী

গান্ধারী

১

মহাভারত অসংখ্য চরিত্রের চিত্রশালা। কিন্তু এই চিত্রশালার মধ্যে যে চিত্রের প্রতি মহাভারত-রচয়িতা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন আমাদের দৃষ্টি সর্ব্বাগ্রে আকর্ষণ করেছেন, সেটি হচ্ছে গান্ধারীর চিত্র। মহাভারতের ভূমিকায় মহাকবি সর্ব্ব-প্রথম উল্লেখ করছেন গান্ধারীর ধর্ম্মশীলতার কথা—"গান্ধার্য্যাঃ ধর্ম্মশীলতাম্"। ধর্ম্মকে গান্ধারী সর্ব্বোচ্চ স্থান দিয়েছিলেন তাঁর জীবনে, এবং জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত ধর্ম্মকে তিনি রক্ষা করে গেছেন। সর্ব্বনাশের মধ্যেও তিনি বলতে পেরেছেন "যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ", অর্থাৎ যেখানে ধর্ম্ম সেখানেই জয়। গান্ধারীকে মহাভারতের মহাকবি নানা বিশেষণে ভূষিত করেছেন—দীর্ঘদর্শিনী, সত্যবাদিনী, তপস্বিনী ইত্যাদি। গান্ধারীর দীর্ঘদৃষ্টি ছিল এবং তাঁর বাক্যও ছিল অমোঘ। তপস্যার প্রভাবে তিনি এই দীর্ঘদৃষ্টি ও সত্যনিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। ধর্ম্মশীলতা বা ধর্ম্মপরায়ণতা তাঁর চরিত্রের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বস্তু। দীর্ঘদৃষ্টি প্রভাবে গান্ধারী বুঝতে পেরেছিলেন যে ধর্ম্মের সূত্রে গ্রথিত হয়ে আছে সমস্ত বিশ্বজগৎ, ধর্ম্মই ধারণ করে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড—"ধারণাৎ ধর্ম্মমিত্যাহুঃ ধর্ম্ম ধারয়তে প্রজাঃ"। সুতরাং ধারণশক্তির বিরুদ্ধাচরণ করা

মানুষের পক্ষে আত্মহত্যার তুল্য। ধর্ম্ম লঙ্ঘিত হলে কাউকে ক্ষমা করে না। ধর্ম্ম রক্ষা পেলে মানুষ এবং সমাজ-ব্যবস্থা রক্ষা পায়। "ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ।" ধর্ম্মের অমোঘ শক্তি সম্বন্ধে এই প্রত্যয় গান্ধারীর মনে সুদৃঢ় হয়েছিল বলেই ধর্ম্ম যেখানে পীড়িত হচ্ছে সেখানেই তিনি প্রতিবাদ করেছেন। এই প্রতিবাদে তিনি নিজের ব্যক্তিগত লোভ বা স্বার্থের দিকে দৃষ্টিপাত করেননি। বরং সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়েও একমাত্র ধর্ম্মকে জীবনের প্রত্যেক সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে আশ্রয় করেছেন। ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি তাঁর আবেদনে, পুত্র দুর্য্যোধনের প্রতি তিরস্কারে, এমন কি যুধিষ্ঠির ও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভৎ‍্সনায়, গান্ধারীর এই ধর্ম্মশীলতা সমুজ্জ্বল হয়ে রয়েছে।

২

গান্ধারী ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত গান্ধার দেশের রাজা সুবলের কন্যা। এই জন্য তাঁর নাম গান্ধারী বা সুবলাত্মজা। কুরু-পিতামহ ভীষ্ম কুরুরাজ জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্রের জন্য একটি সুন্দরী, শুদ্ধশীলা, পতিব্রতা সহধর্ম্মিণীর খোঁজ করছিলেন। গান্ধার-রাজের কাছে তিনি দূত পাঠালেন, বিবাহের প্রস্তাব করে। প্রথমে গান্ধারীর পিতা সুবলের মনে একটা খট্‌কা লেগেছিল যে যাঁর হাতে স্নেহের কন্যাকে সম্প্রদান করবেন তিনি জন্মান্ধ। "অচক্ষুরিতি তত্রাসীৎ সুবলস্য

বিচারণা।” কিন্তু পরক্ষণেই কুরুরাজবংশের কুল, খ্যাতি এবং সদাচারের কথা বিবেচনা করে ধর্ম্মচারিণী গান্ধারীকে ধৃতরাষ্ট্রের হাতে সম্প্রদান করতে মনস্থ করলেন। গান্ধারীও শুনলেন যে একজন জন্মান্ধ রাজপুত্রের সঙ্গে তাঁর বিবাহের প্রস্তাব এসেছে এবং তাঁর বাপ-মা সেই প্রস্তাবে রাজী হয়েছেন। তখনই তিনি একখণ্ড পট্টবস্ত্র নিয়ে, তাকে অনেক ভাঁজ করে, নিজের দুই চোখ বেঁধে ফেললেন, কেননা তাঁর মনে হল যে জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্রের সহধর্ম্মিণী চোখ খুলে ইতস্ততঃ বিচরণ করতে পারে না।

ততঃ সা পট্টমাদায় কৃত্বা বহুগুণং শুভা
ববন্ধ নেত্রে স্বে রাজন্! পতিব্রতপরায়ণা॥

গান্ধারীর বিবাহ হল পরে হাস্তিনপুরে এসে। কিন্তু তিনি বাগ্‌দত্তা—এই কথা শুনেই বিবাহিতা ধর্ম্মপত্নীর মতো আচরণ আরম্ভ করেছিলেন। হাস্তিনপুরের রাজপ্রাসাদে গান্ধারী তাঁর শীল এবং সদাচারের দ্বারা সমস্ত কুরুকুলের তুষ্টিসাধন করেছিলেন। কিন্তু গান্ধারীর সবচেয়ে দুঃখের কারণ ঘটেছিল যে দেবতার আশীর্ব্বাদে একশ’ পুত্র লাভ করেও, একটিকেও তিনি তাঁর সুযোগ্য পুত্ররূপে পাননি। জ্যেষ্ঠ পুত্র দুর্য্যোধন অন্ধ বৃদ্ধ পিতার জীবদ্দশাতেই রাজা হলেন। অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হয়েও তাঁর মনে শান্তি ছিল না। কেননা হাস্তিনপুরের নিকটেই ইন্দ্রপ্রস্থে তাঁরই জ্ঞাতিভাই যুধিষ্ঠির খ্যাতি ও যশের সঙ্গে রাজত্ব

করছেন, এ দৃশ্য দুর্য্যোধনের অসহনীয় হয়ে উঠেছিল। রাজসূয় যজ্ঞে যুধিষ্ঠিরের শ্রীবৃদ্ধি দেখে দুর্য্যোধন সন্তাপগ্রস্ত হলেন। হাস্তিনপুরে ফিরে এসে তিনি পিতা ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন যে, বিষ খেয়ে বা অগ্নিতে প্রবেশ করে বা জলে ঝাঁপ দিয়ে তিনি আত্মহত্যা করবেন। পাণ্ডবদের ঐশ্বর্য্য এবং রাজ্যশ্রী তিনি আর সহ্য করতে পারছেন না। যারা ছোট তাদের স্পর্দ্ধা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে এবং যারা বড় ছিল তাদের প্রভুত্ব হ্রাস পাচ্ছে, "কনীয়াংসো বিবর্দ্ধন্তে জ্যেষ্ঠা হীয়ন্ত এব চ।"

পুত্রস্নেহে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র প্রথমে দুর্য্যোধনকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করলেন। তিনি দুর্য্যোধনকে বললেন, পুত্র, পাণ্ডবদের যদি অতিক্রম করতে চাও তা হলে সদাচারের দ্বারা এবং চরিত্রবলের দ্বারা তাদের ওপরে ওঠবার চেষ্টা কর। "শীলবান্ ভব পুত্রক।" কিন্তু অবশেষে পুত্রের কথাতেই রাজী হলেন এবং কপট দ্যূত-ক্রীড়ায় আহ্বান করলেন ভ্রাতুষ্পুত্রদের। হাস্তিনপুরের প্রকাশ্য রাজসভায় সর্ব্বজন-সমক্ষে অক্ষক্রীড়া চলছে, যুধিষ্ঠির বার বার তাঁর সম্পত্তি পণ রেখে সর্ব্বস্বান্ত হচ্ছেন। রাজসভায় সমাসীন অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র তাঁর পার্শ্ববর্ত্তী বিদুরকে ঔৎসুক্যের সঙ্গে এবং হর্ষের সঙ্গে বার বার প্রশ্ন করছেন, বিদুর এবার আমরা কী জিতলাম? ধৃতরাষ্ট্র এতদূর কর্ত্তব্যবুদ্ধিচ্যুত হয়েছিলেন যে রাজসভায় রাজাসনে বসে, তিনি নিজের রাজকীয় মর্য্যাদা রক্ষা করতে পারছিলেন না। নিজের আকারে এবং ইঙ্গিতে বার বার

ধরা দিচ্ছিলেন যে ভ্রাতুষ্পুত্রদের সর্ব্বনাশে জ্যেষ্ঠতাত আজ উল্লসিত।

> ধৃতরাষ্ট্রস্তু সংহৃষ্টঃ পর্য্যপৃচ্ছৎ পুনঃ পুনঃ
> কিং জিতং কিং জিতমিতি হ্যাকারং নাভ্যরক্ষত ॥

পিতা যখন এই অশোভন উল্লাসে মত্ত, ঠিক তখনই অন্তঃপুরে মাতা গান্ধারী "শোককর্ষিতা"। তিনি ধৃতরাষ্ট্রের কাছে এসে আবেদন জানালেন পুত্র তুর্য্যোধনকে ত্যাগ করবার জন্য। গান্ধারী বললেন—

> তস্মাদয়ং মদ্বচনাৎ ত্যজ্যতাং কুলপাংসনঃ।

গান্ধারী বুঝতে পেরেছিলেন যে অধর্ম্মের দ্বারা অর্জ্জিত রাজবৈভব বেশী দিন টিকতে পারে না। সেইজন্য তিনি বার বার স্বামীর কাছে অনুরোধ জানাচ্ছিলেন যে তিনি যেন মূর্খ ও অশিষ্ট পুত্রগণের মতের অনুমোদন না করেন। "মা বালানামশিষ্টানামনুমংস্থা মতিং প্রভো।" এ প্রত্যয় তাঁর হয়েছিল যে পাণ্ডবদের কপট দ্যূতক্রীড়ায় পরাজয় কুরুকুলের ধ্বংসের কারণ হবে। তাই করযোড়ে স্বামীকে বলেছিলেন, "মা কুলস্য ক্ষয়ে ঘোরে কারণং ত্বং ভবিষ্যসি।" বলেছিলেন নিজের দোষে যেন বিপদসমুদ্রে তিনি ডুবে না যান—"মা নিমজ্জীঃ স্বদোষেণ মহাপ্সু ত্বং হি ভারত।" গান্ধারীর আবেদন সেদিন ব্যর্থ হয়েছিল। ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর প্রার্থনা দারুণ প্রার্থনা মনে করেই সে কথায় কর্ণপাত করেন নি। গান্ধারীর

দৃপ্ত ভাষণ "ত্যাগ করো দুর্য্যোধনে" নিষ্ফল হয়ে রইল ধৃতরাষ্ট্রের কাছে।

৩

বার বছর বনবাস ও এক বছর অজ্ঞাতচর্য্যার পর পাণ্ডবেরা ফিরে এসেছেন। মৎসরাজ্য-সীমান্তে উপপ্লব্য নগরে শিবির সংস্থাপন করে হাস্তিনপুরে দূত পাঠিয়েছেন তাঁরা হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য। কুরুসভায় আলোচনা হচ্ছে পাণ্ডবদের প্রস্তাব সম্বন্ধে। ধৃতরাষ্ট্র এবার ভীত এবং সন্ধিপ্রস্তাব সম্বন্ধে আগ্রহশীল। কিন্তু পুত্র দুর্য্যোধন কথা শুনছে না। পুত্রের অনমনীয় মনোভাব দেখে ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীকে প্রকাশ্য রাজসভায় আনালেন—যদি মায়ের কথা শুনে অবাধ্য দুর্য্যোধন বশীভূত হয়। গান্ধারী সেদিন কিছুমাত্র দ্বিধা না করে দুর্য্যোধনকে তিরস্কার করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে ধর্ম্মবিহীন ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তির চেষ্টা পরিণামে মৃত্যু আনয়ন করে। বলেছিলেন, দুর্য্যোধন, তোমার ঐশ্বর্য্য জীবন কিছুই থাকবে না। পিতামাতাকে শোকানলে দগ্ধ করে এবং শত্রুর আনন্দ বর্দ্ধন করে জীবনের শেষ দিন তুমি আমার এই বাক্যের সার্থকতা উপলব্ধি করবে।

তারপর আবার যখন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ শান্তি সংস্থাপনের জন্য শেষ চেষ্টা করতে হাস্তিনপুরে কুরুসভায় এলেন, তখনও মহাপ্রাজ্ঞা দীর্ঘদর্শিনী গান্ধারীর ডাক পড়ল প্রকাশ্য কুরুসভায়।

তিনি অনেক অনুনয় করে পুত্র দুর্য্যোধনকে বললেন, পুত্র যুদ্ধে কল্যাণ নেই, ধর্ম্ম নেই, অর্থ নেই, সুখ নেই। সব সময় যুদ্ধে বিজয়ও ঘটে না, যুদ্ধ হতে নিবৃত্ত হও।

> ন যুদ্ধে তাত কল্যাণং ন ধর্ম্মার্থৌ কুতঃ সুখম্।
> ন চাপি বিজয়ো নিত্যং মা যুদ্ধে চেত আধিথাঃ॥

বলেছিলেন—তোমার লোভের জন্য সমগ্র পৃথিবীকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিও না। লোভ সর্ব্বনাশের কারণ হয়, লোভকে পরিত্যাগ কর, পাণ্ডবদের সঙ্গে শান্তির সূত্রে আবদ্ধ হও।

দুর্য্যোধন মায়ের অর্থপূর্ণ বাক্য অবজ্ঞা করে রাজসভা থেকে চলে গেলেন। গান্ধারীর হিতকথা কোনও কাজেই লাগল না। "পৃথিবী ক্ষয়-কারক" কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ অনিবার্য্য হয়ে পড়ল।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ফলাফল সম্বন্ধে গান্ধারীর মনে কোনও সংশয় ছিল না। দীর্ঘদর্শিনী গান্ধারী দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছিলেন "যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ"—অর্থাৎ ধর্ম্মের জয় অবশ্যম্ভাবী। সেই জন্য যখন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আঠারো দিনই যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে পুত্র দুর্য্যোধন গান্ধারীর কাছে আশীর্ব্বাদ ভিক্ষার জন্য আসতেন, তখন গান্ধারী আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষী পুত্রকে আর কোনও কথা না বলে কেবলমাত্র এই বাক্য উচ্চারণ করতেন যে, যেখানে ধর্ম্ম সেখানে জয়। দুর্য্যোধন মায়ের কাছে অনেক অনুনয় করে বলতেন—মা, জ্ঞাতিদের সঙ্গে যুদ্ধে

যাচ্ছি, শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাচ্ছি, তুমি আশীর্ব্বাদ করো, বলো আমার মঙ্গল হবে, কল্যাণ হবে। কিন্তু ধর্ম্মশীলা গান্ধারী পুত্রের কাতরোক্তিতে একটুও বিচলিত না হয়ে আঠারো দিন ধরেই অবিকম্পিত কণ্ঠে একই কথা বলেছেন—যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ।

৪

তারপর যখন সব শেষ হ'য়ে গেল এবং আঠারো দিনের যুদ্ধে দুর্য্যোধনের একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা নিশ্চিহ্ন হল, দুর্য্যোধনও ভীমের সঙ্গে গদাযুদ্ধে ভগ্নজানু হয়ে প্রাণত্যাগ করলেন, তখন যুধিষ্ঠিরের অত্যন্ত ভয় হল। বিজয়োল্লাসের পরিবর্ত্তে যুধিষ্ঠিরের মনে বিষাদ উপস্থিত হল। যুধিষ্ঠিরের এখন চিন্তা হল—মহাভাগা তপসান্বিতা গান্ধারী তাঁর পুত্রবধের কথা শুনে' কি ভাববেন। একথা অস্বীকার করবার উপায় ছিল না যে দুর্য্যোধন অন্যায়ভাবে গদাযুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন। যুধিষ্ঠির অত্যন্ত শঙ্কিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ করলেন—গান্ধারীর কাছে গিয়ে তাঁর ক্রোধের শান্তিবিধানের জন্য। যুধিষ্ঠিরের মনে কোনও সন্দেহ ছিল না যে ক্রোধদীপ্তা গান্ধারী ত্রিলোক এবং পাণ্ডবদেরও ভস্মীভূত করতে পারেন তাঁর মানসাগ্নির দ্বারা। সেই জন্য পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ "পুত্রব্যসনকর্ষিতা" গান্ধারীর নিকট প্রেরিত হলেন তৎক্ষণাৎ। হাস্তিনপুরে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণ গান্ধারীকে প্রণাম করলেন এবং শোককর্ষিতা গান্ধারীকে

বিবিধ বাক্যে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ গান্ধারীর “যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ”—এই মহা-বাক্যকেই সপ্রমাণ করেছে। সুতরাং গান্ধারীর শোক করা উচিত নয় এবং পাণ্ডবদের বিনাশ-কামনাও তাঁর পক্ষে বিধেয় নয়।

তপস্যার বলে এবং ক্রোধদীপ্ত চক্ষু দ্বারা গান্ধারী সমস্ত পৃথিবীকে দগ্ধ করে ফেলতে পারেন—একথা শ্রীকৃষ্ণ বার বার উল্লেখ করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে গান্ধারী স্বীকার করলেন যে শোকাগ্নি তাঁর চিত্তকে বিচলিত করেছিল এবং শ্রীকৃষ্ণের আশ্বাস-বাক্যে তিনি আবার প্রকৃতিস্থ হয়েছেন। কিন্তু তা হলেও তখনি শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে নিজের পরিধেয় বস্ত্রের দ্বারা মুখ ঢেকে পুত্রশোকাভিসন্তপ্তা গান্ধারী বিলাপ করতে আরম্ভ করলেন।

গান্ধারীর বিলাপ মহাভারতে এই প্রথম। এ কথা ভাবতে বিস্ময় লাগে যে ধর্ম্মপ্রাণা যতব্রতা তপস্বিনী গান্ধারীও পুত্রশোকে বিহ্বল হয়ে রোদন করেন। মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণ শোককর্ষিতা মাতাকে বিবিধ বাক্যে সান্ত্বনা দিয়ে হাস্তিনপুর থেকে পাণ্ডব-শিবির অভিমুখে রওনা হলেন।

শতপুত্রবিয়োগব্যথায় কাতর গান্ধারী আবার কিছু সময়ের জন্য ধৈর্য্য হারালেন। অন্ধ স্বামী ধৃতরাষ্ট্র এবং শুক্লবস্ত্র-পরিহিতা পুত্রবধূদের নিয়ে, বদ্ধনয়না গান্ধারী কুরুক্ষেত্র সমরপ্রাঙ্গণে এসেছেন পুত্রপৌত্রদের খোঁজ নেবার জন্য। এবার পুত্র-শোকার্ত্তা গান্ধারী পাণ্ডবদের শাপ দিতে উদ্যত হলেন। তাঁর

মনের এই অভিপ্রায় জেনে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন স্বয়ং উপস্থিত হলেন গান্ধারীর সম্মুখে এবং তাঁকে বললেন যে পাণ্ডবদের প্রতি কোপ প্রদর্শন বা অভিশাপ প্রদান গান্ধারীর পক্ষে বিধেয় হবে না, কেননা, গান্ধারী কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আঠারো দিনই পুত্র দুর্য্যোধনকে সাবধানবাণী শুনিয়েছিলেন—"যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ।" তাঁরই ভবিষ্যদ্বাণী ফলেছে। এখন সত্যবাদিনী গান্ধারীর অসত্যভাষণ অসঙ্গত হবে। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন গান্ধারীকে বললেন যে কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে, পুত্রপৌত্রদের মৃত-দেহের সামনে দাঁড়িয়ে, তাঁকে আর এক বার ঘোষণা করতে হবে যে অধর্ম্ম পরাভূত হোক এবং ধর্ম্মের জয় সুনিশ্চিত হয়ে উঠুক। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন গান্ধারীকে বলেছিলেন: "অধর্ম্মং জহি ধর্ম্মজ্ঞে যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ।" যেমন, শ্রীকৃষ্ণকে বলেছিলেন, তেমনি আবার কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে গান্ধারী বললেন যে পুত্রশোকে ক্ষণকালের জন্য তাঁর মন বিহ্বল হয়েছিল। পাণ্ডবেরা তাঁর স্নেহের পাত্র। কুন্তীর কাছে তারা যেমন প্রতিপাল্য, তেমনি ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারীর কাছেও তারা রক্ষণীয়।

কৃষ্ণদ্বৈপায়নের সান্ত্বনা লাভ করে গান্ধারী অনেকটা আশ্বস্ত হলেন, কিন্তু তা হলেও তখনি আবার প্রশ্ন করলেন, যুধিষ্ঠির কোথায়? গান্ধারীর প্রশ্ন শুনে যুধিষ্ঠির কম্পিতপদে কৃতাঞ্জলি হয়ে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হলেন এবং বললেন, দেবি, আমিই তোমার পুত্রহন্তা নৃশংস যুধিষ্ঠির। আমি শাপার্হ। আমার জন্য পৃথিবী ধ্বংস হতে চলেছে। তোমার যত

অভিশাপ আমাকে দাও। এই কথা বলে যুধিষ্ঠির গান্ধারীর পদযুগল ধারণ করতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় তাঁর পট্টবস্ত্রের ফাঁক দিয়ে গান্ধারীর চোখের দৃষ্টি যুধিষ্ঠিরের পায়ের আঙ্গুলের ওপর পতিত হল। তৎক্ষণাৎ যুধিষ্ঠিরের সুন্দর অঙ্গুলিযুক্ত পা "কুনখী" বা কুৎসিত হয়ে গেল। বাসুদেব এবং অর্জ্জুন তখনই এগিয়ে এসে মাতা গান্ধারীকে সান্ত্বনা দিতে আরম্ভ করলেন। সমীপস্থ শ্রীকৃষ্ণকে গান্ধারী বললেন—আমার পুত্র দুর্য্যোধন কতবার আমার কাছে প্রার্থনা করেছে—

অস্মিন্ জ্ঞাতিসমুদ্ধর্ষে জয়মম্বা ব্রবীতু মে।

মা, এই জ্ঞাতিযুদ্ধে আমার জন্য জয়-বাক্য উচ্চারণ কর। কিন্তু নিজের সর্ব্বনাশ আসন্ন দেখেও আমি বারবার বলেছি—ধর্ম্মের জয় অবশ্যম্ভাবী।

ইত্যুক্তে জানতী সর্ব্বমহং স্বব্যসনাগমম্।
অব্রুবং পুরুষব্যাঘ্র যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ॥

কুরুক্ষেত্র সমরাঙ্গনে শত শত পুত্রপৌত্র এবং জ্ঞাতিদের ভূলুণ্ঠিত মৃতদেহ দেখে আজ গান্ধারী ধৈর্য্য রক্ষা করতে পারছেন না। শোকমূর্চ্ছিতা হয়ে তিনি ভূমিতে পতিত হলেন এবং গাত্রোত্থান করে শ্রীকৃষ্ণকে বলতে আরম্ভ করলেন, পাণ্ডবেরা ও কৌরবেরা পরস্পর আত্মহত্যা সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে ভস্মীভূত হয়ে গেল তোমার চোখের সামনে। জনার্দ্দন, কেন তুমি এই বিনাশকে উপেক্ষা করলে? এই উপেক্ষার ফল তোমাকে পেতে হবে।

পতি-শুশ্রূষার দ্বারা আমি যদি কোনও তপস্যার বল লাভ করে থাকি, তা হলে সেই তপস্যার জোরে তোমাকে আমি অভিশাপ দিচ্ছি। তোমার হাতের চক্র এবং গদা আমার সেই অভিশাপকে পরাভূত করতে পারবে না। কুরুপাণ্ডবেরা জ্ঞাতি-যুদ্ধে পরস্পরের সর্ব্বনাশ করেছে। সেই সর্ব্বনাশ তুমি দাঁড়িয়ে দেখেছ। এই উপেক্ষার ফলে তোমাকেও জ্ঞাতি-বধ-সংগ্রামে লিপ্ত হতে হবে। আজ যেমন ভারতবংশের নারীরা রোদন করছে, তেমনি পুত্র হারিয়ে, স্বজন হারিয়ে, বন্ধু হারিয়ে, যদুবংশের রমণীদেরও ক্রন্দন করতে হবে। আর তুমিও মধুসূদন—আজ থেকে ঠিক পঁয়ত্রিশ বছর পরে, "হতজ্ঞাতির্হতামাত্যো হতপুত্রো বনেচরঃ" হয়ে কুৎসিত ভাবে নিহত হবে।

ইচ্ছতোপেক্ষিতো নাশঃ কুরূণাং মধুসূদন।
যস্মাত্ত্বয়া মহাবাহো ফলং তস্মাদবাপ্নুহি ॥
পতিশুশ্রূষয়া যন্মে তপঃ কিঞ্চিদুপার্জ্জিতম্।
তেন ত্বাং দুরবাপেন শাপ্স্যে চক্রগদাধর ॥
যস্মাৎ পরস্পরং ঘ্নন্তো জ্ঞাতয়ঃ কুরুপাণ্ডবাঃ।
উপেক্ষিতাস্তে গোবিন্দ তস্মাজ্জ্ঞাতীন্ বধিষ্যসি ॥
ত্বমপ্যুপস্থিতে বর্ষে ষট্‌ত্রিংশে মধুসূদন।
হতজ্ঞাতির্হতামাত্যো হতপুত্রো বনেচরঃ।
কুৎসিতেনাভ্যুপায়েন নিধনং সমবাপ্স্যসি ॥
তবাপ্যেবং হতসুতা নিহতজ্ঞাতিবান্ধবাঃ।
স্ত্রিয়ঃ পরিতপিস্যন্তি যথৈতা ভরতস্ত্রিয়ঃ ॥

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর পঁয়ত্রিশ বছর পূর্ণ হয়েছে, গান্ধারীর শাপের "ষট্‌ত্রিংশ বর্ষ" সমুপাগত। যদুবংশের পরস্পর নিধন-যজ্ঞ আরম্ভ হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ চিন্তাকুল। মহাভারতের মৌষল-পর্ব্বে আমরা দেখছি যে তিনি মনে করছেন যে পুত্রশোকাভি-সন্তপ্তা গান্ধারীর অভিশাপ অক্ষরে অক্ষরে ফলছে।

বিমৃশন্নেব কালং তং পরিচিন্ত্য জনার্দ্দন।
মেনে প্রাপ্তং স ষট্‌ত্রিংশং বর্ষং বৈ কেশিসূদন॥
পুত্রশোকাভিসন্তপ্তা গান্ধারী হতবান্ধবা।
যদনুব্যাজহারার্ত্তা তদিদং সমুপাগমৎ॥

এ শাপ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আনন্দের সঙ্গেই মেনে নিয়েছিলেন। সেদিন কুরুক্ষেত্র শ্মশানভূমিতে একটু হেসেই শ্রীকৃষ্ণ গান্ধারীকে বলেছিলেন—আমি জানি এরূপ ঘটবে, সুব্রতে গান্ধারি, তুমি সেই ঘটনাকেই প্রত্যক্ষ করছ।

উবাচ দেবীং গান্ধারীমীষদভ্যুৎস্ময়ন্নিব।

... ...

জানেঽহমেতদপ্যেব চীর্ণং চরসি সুব্রতে।

পুত্রশোকাতুরা জননীর সন্তানবিয়োগব্যথা বিরাট পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করেছিলেন এবং সেজন্যই সেদিন কুরুক্ষেত্র-প্রান্তরে সর্ব্বজনসমক্ষে গান্ধারীর অভিশাপ মাথা পেতে নিয়েছিলেন। এই অভিশাপ গ্রহণের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ গান্ধারী-চরিত্রকে আরও সমুজ্জ্বল করে গেছেন।

৫

আঠারো দিনের পৃথিবীক্ষয়কারক কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ মিটে যাবার পর, অন্ধ বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র এবং তাঁর ধর্ম্মপত্নী হতপুত্রা তপস্বিনী গান্ধারী পাণ্ডবদের আশ্রয়ে হাস্তিনপুরের রাজ-প্রাসাদেই কাটালেন পনের বছর। যুধিষ্ঠির খুবই ভাল ব্যবস্থা করেছিলেন জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র এবং মাতা গান্ধারীর শুশ্রূষার জন্য। তিনি বলেছিলেন যে এঁদের কোনও অসম্মান বা অবহেলা যুধিষ্ঠিরকেই অপমানিত করবে। কিন্তু তাহলেও ভীমের বাক্যবাণে পীড়িত হয়ে (ভীমবাগ্বাণপীড়িতঃ) ধৃতরাষ্ট্র অবশেষে নির্ব্বেদাপন্ন হলেন। গান্ধারী ও বিদুরকে ডেকে পরামর্শ করলেন যে হাস্তিনপুরের রাজভোগ পরিত্যাগ করে, প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে, হিমালয়ের দিকে মহাপ্রস্থানের পথে অগ্রসর হবেন। গান্ধারী স্বামীর এই সিদ্ধান্তে পূর্ণ সমর্থন জানালেন। ঠিক হল যে কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমার পর ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, বিদুর ও সঞ্জয় বেরিয়ে পড়বেন মহাপ্রস্থানের পথে। যাবার আগে ধৃতরাষ্ট্র শেষবার রাজ্যের প্রজাপুঞ্জকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে যেতে চাইলেন। প্রকৃতি-সম্ভাষণের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা হয়েছে। বৃদ্ধ অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র মঞ্চের ওপরে এসে দাঁড়িয়েছেন। পাশে সেদিন "বদ্ধনেত্রা বৃদ্ধা হতপুত্রা" তপস্বিনী গান্ধারীও বিদ্যমান। ধৃতরাষ্ট্র নিজের ব্যক্তিগত কথা তো অনেক বললেনই, দুঃখ জানিয়ে প্রকৃতি-

পুঞ্জের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। দুর্ব্বৃত্ত পুত্রগণের হয়ে সর্ব্বশেষ বললেন—

ইয়ং চ কৃপণা বৃদ্ধা হতপুত্রা তপস্বিনী।
গান্ধারী পুত্রশোকার্ত্তা যুষ্মান্ যাচতি বৈ ময়া॥

শেষ বিদায় নেবার আগে মাতা গান্ধারীও তাঁর পুত্রদের পক্ষ থেকে ক্ষমা ভিক্ষা চাইলেন। ধৃতরাষ্ট্র বললেন, আমরা দুজন বৃদ্ধ পিতা এবং বৃদ্ধ মাতা, পুত্রশোকে অত্যন্ত কাতর, শোকে বিহ্বল। তোমরা সকলে মিলে আমাদের বনগমন সমর্থন কর। তোমাদের কল্যাণ হোক। আমরা তোমাদের শরণাপন্ন হচ্ছি।

হতপুত্রাবিমৌ বৃদ্ধৌ বিদিত্বা দুঃখিতৌ তদা।
অনুজানীত ভদ্রং বো ব্রজাবঃ শরণঞ্চ বঃ॥

আমরা কেনই বা আর হাস্তিনপুরের রাজৈশ্বর্য্য আঁকড়ে থাকব? বনগমনই আমাদের পক্ষে সর্ব্বথা বিধেয়।

মম চান্ধস্য বৃদ্ধস্য হতপুত্রস্য কা গতিঃ।
ঋতে বনং মহাভাগাস্তন্মানুজ্ঞাতুমর্হথ॥

ধৃতরাষ্ট্রের এবং গান্ধারীর এই করুণ আবেদন শুনে পৌরজানপদ ব্যক্তি যে যেখানে ছিলেন সকলেই শোকপরায়ণ হয়ে বাষ্পসংরুদ্ধকণ্ঠে রোদন করতে আরম্ভ করলেন। মুখ দিয়ে বাক্য নির্গত হচ্ছে না। ধৃতরাষ্ট্র বলছেন—

তেষামস্থিরবুদ্ধীনাং লুব্ধানাং কামচারিণাম্।
কৃতে যাচেঽদ্য বঃ সর্ব্বান্ গান্ধারীসহিতোঽনঘাঃ ॥

বৃদ্ধ পিতা এবং বৃদ্ধা মাতা পুত্রদের অস্থিরবুদ্ধি লুব্ধ এবং কামচারী বলে স্বীকার করছেন। কিন্তু স্বীকার করেও তাদের হয়ে মার্জ্জনা চাইছেন প্রকৃতিপুঞ্জের কাছে। প্রজাবৃন্দ এই দৃশ্য সহ্য করতে পারছে না। কোনও কথা তারা বলছে না। কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হয়ে এসেছে। কেবল তারা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে—

নোচুর্ব্বাষ্পকলাঃ কিঞ্চিদ্বীক্ষাঞ্চক্রুঃ পরস্পরম্।

অবশেষে বেদনার আবেগ আর বাঁধ মানল না। সমবেত জনগণ উত্তরীয় বস্ত্রের দ্বারা, এবং যাদের উত্তরীয় নেই তারা করের দ্বারা মুখ আচ্ছাদন করে পিতামাতার বিরহে মানুষ যেমন কাঁদে তেমনি করে ক্রন্দন করতে আরম্ভ করল।

যাত্রার পূর্ব্বে ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারী পুত্র-পৌত্রদের জন্য যথাবিহিত শ্রাদ্ধ করলেন। এই শ্রাদ্ধে দানের জন্য যুধিষ্ঠির প্রচুর অর্থ দিয়েছিলেন জ্যেষ্ঠতাতকে। যাত্রার সমস্ত আয়োজন করা হয়েছে। রাজমাতা কুন্তীও এসে যোগ দিলেন এই তীর্থযাত্রীদের দলে। যুধিষ্ঠির ও ভীম অনেক অনুরোধ জানালেন মাতা কুন্তীকে প্রতিনিবৃত্ত হবার জন্য। কিন্তু কুন্তী সে-কথায় কর্ণপাত করলেন না। কেবল বললেন, ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারীর শুশ্রূষাই এখন আমার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রত, হাস্তিনপুরের রাজৈশ্বর্য্য আমাকে প্রলুব্ধ করে না।

পতিলোকানহং পুণ্যান্ কাময়ে তপসা বিভো।

তপস্যার দ্বারা আমি পুণ্য পতিলোক কামনা করি। তপস্যায় গান্ধারীর সাহচর্য্য লাভ করতে ইচ্ছা করি।

বিদায়ের পূর্ব্বে কুন্তী আশীর্ব্বাদ করছেন যুধিষ্ঠিরকে

ধর্ম্মে তে ধীয়তাং বুদ্ধির্মনস্তু মহদস্তু চ।

অর্থাৎ ধর্ম্মে তোমার বুদ্ধি বিকশিত হোক এবং মন মহৎ হোক, উদার হোক।

৬

কার্ত্তিকী পূর্ণিমার পরে হাস্তিনপুরের রাজপ্রাসাদ ছেড়ে, বর্দ্ধমানদ্বার দিয়ে নির্গত হয়েছেন—ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী, বিদুর ও সঞ্জয়। এই তীর্থযাত্রায় সর্ব্বাগ্রে রয়েছেন কুন্তী। কুন্তীর কাঁধে হাত দিয়ে চলেছেন বদ্ধনেত্রা গান্ধারী এবং গান্ধারীর কাঁধে হাত রেখেছেন অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র। ডান দিকে বিদুর বাঁ দিকে সঞ্জয়। চলেছেন সকলে শেষযাত্রায়—মহাপ্রস্থানের পথে।

পায়ে হেঁটে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে তাঁরা এলেন অবশেষে হিমালয়ে শতযূপ আশ্রমে। সেখানে কিছুদিন বাস করবার পর যুধিষ্ঠির সপরিবারে এলেন সেই আশ্রমে জ্যেষ্ঠতাত, গান্ধারী এবং মাতা কুন্তীর খোঁজ নেবার জন্য। এসে দেখেন যে তাঁরা আশ্রমে নেই, যমুনা নদীর দিকে গিয়েছেন অবগাহনের জন্য। তখনই যমুনার দিকে গিয়ে দেখলেন যে বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারী ও কুন্তী জলপূর্ণ কলস বহন করে আশ্রমের দিকে

ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছেন। তৎক্ষণাৎ সকলে মিলে তাঁদের জলপূর্ণ কলসগুলো নিজেরা নিয়ে নিলেন—

সর্ব্বেষাং তোয়কলসান্ জগৃহুস্তে স্বয়ং তদা।

এদৃশ্য পাণ্ডবদের পক্ষে হৃদয়বিদারক দৃশ্য। আশ্রমে ফিরে আসবার পরে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সেখানে উপস্থিত হলেন। সকলে সমুপবিষ্ট হয়েছেন মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে ঘিরে। ব্যাসদেব একে একে সকলকে জিজ্ঞাসা করছেন যে বনবাস তাদের পক্ষে প্রীতিজনক হচ্ছে তো, তপোবৃদ্ধি ঠিক মতো ঘটছে তো? ধৃতরাষ্ট্রকে বিশেষভাবে প্রশ্ন করছেন, পুত্র-বিনাশজ কোনও দুঃখ তাঁর মনে নেই তো? যখন মহাপ্রাজ্ঞা বুদ্ধিমতী ধর্ম্মার্থদর্শিনী গান্ধারীর দিকে ব্যাসদেব তাকালেন এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন যে তাঁর মনে কোনও শোক আছে কিনা, তখন বদ্ধনয়না গান্ধারী আসন থেকে উত্থিত হয়ে জোড়হস্তে বললেন, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরে ষোল বছর কেটে গেছে। আমার স্বামী বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র পুত্রশোক কিছুতেই ভুলতে পারছেন না, বা মনে কোনও রূপেই শান্তি লাভ করছেন না। পুত্রশোকে আকুল হয়ে ইনি সমস্ত রাত্রি অনিদ্রায় কাটান এবং দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। আমার দুঃখ হয় আমার স্বামীর এই অবস্থা দেখে,

পুত্রশোকসমাবিষ্টো নিঃশ্বসন্ হ্যেষ ভূমিপঃ।
ন শেতে বসতীঃ সর্ব্বা ধৃতরাষ্ট্রো মহামুনে॥

একশ' ছেলে হারিয়েছে যে মা—সে মৃতপুত্রগণের জন্য

শোকাকুল নয়। পতিব্রতা নারী বৃদ্ধ ও অন্ধ অসহায় স্বামীর জন্য দুঃখিতা। ব্যাসদেব সেদিন তাঁর অলৌকিক তপস্যার প্রভাবে মাত্র একরাত্রির জন্য ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী এবং কুন্তীর মৃতপুত্রদের দর্শন ঘটিয়েছিলেন। এই সন্দর্শনে তাঁরা তৃপ্তি লাভ করেছিলেন। কিন্তু ব্যাসদেব এরপরে আদেশ দিলেন যে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী এবং কুন্তীকে আরও উত্তর দিকে গহন অরণ্যে প্রবেশ করতে হবে এবং পাণ্ডবেরা আর কখনও এঁদের খোঁজ নিতে পারবে না, বা খোঁজ নেবার জন্য কোনও ঔৎসুক্যও দেখাতে পারবে না। কৃষ্ণদ্বৈপায়নের এই উপদেশ অনুসারে পাণ্ডবেরা হাস্তিনপুরে ফিরে গেলেন, এবং ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী ও সঞ্জয় আরও অগ্রসর হলেন হিমালয়ের উত্তর দিকে। একদিন সঞ্জয় দৌড়ে এসে খবর দিল যে অরণ্যে দাবানল প্রজ্বলিত হয়েছে। শীঘ্র পালানোর ব্যবস্থা করা উচিত। জীবনের শেষ দিনে ধৃতরাষ্ট্র প্রকৃত মনীষার পরিচয় দিয়েছিলেন। সঞ্জয়কে বলেছিলেন, সঞ্জয় যেখানে তোমাকে অগ্নি দগ্ধ করবে না তুমি সেখানে চলে যাও। আমরা তিনজন—আমি, গান্ধারী এবং কুন্তী এই স্থান পরিত্যাগ করব না। আমরা এইখানেই অগ্নিদগ্ধ হয়ে পরাগতি লাভ করব—

বয়মত্রাগ্নিনা যুক্তা গমিষ্যামঃ পরাং গতিম্।

সঞ্জয় তখনই চলে গেল হিমালয়ের আরও উত্তরের দিকে। সঞ্জয় সম্বন্ধে এই শেষ কথা মহাভারতে। ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী এবং কুন্তী তখনই পূর্ব্ব দিকে মুখ করে অগ্নিকে সামনে রেখে

যোগাসনে উপবেশন করলেন। ধীরে ধীরে হিমালয় পর্ব্বতের প্রজ্বলিত দাবানল এগিয়ে এসে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী এবং কুন্তীকে গ্রাস করে ফেলল এবং তাঁদের দেহ এক মুহূর্ত্তে ভস্মীভূত হয়ে গেল।

সেদিনও গান্ধারী স্বামীর পাশে শান্ত চিত্তে উপবেশন করেছিলেন, নিজের দুই চক্ষুকে তেমনি আবৃত করে, যেমন আবৃত রেখেছিলেন তাঁর নয়ন সমস্ত জীবন ধরে। আমরা দেখেছি যে গান্ধারীর পিতা যে মুহূর্ত্তে ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে তাঁর কন্যার বিবাহে সম্মতি দিলেন সেই মুহূর্ত্তেই বাগ্‌দত্তা গান্ধারী পট্টবস্ত্র নিয়ে এবং সেই পট্টবস্ত্র বহু ভাঁজ করে নিজের দুই চোখ বেঁধে ফেলেছিলেন। পতিব্রতপরায়ণা গান্ধারীর যে চিত্র মহাভারতের পাতায় পাতায় ফুটে উঠেছে মহাকবি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের অনুপম বর্ণনার মধ্য দিয়ে, তার তুলনা পৃথিবীর সাহিত্যে বিরল। মহাকবি তাঁর নিজের চিত্তসমুদ্রকে মন্থন করে পরিস্ফুট করেছেন এই অনন্যসাধারণ মহীয়সী নারীর ছবি। তিনি তাঁর মনের রঙে রাঙিয়ে দিয়েছেন এই চিত্রকে। মহাকবির বিরাট আদর্শে সর্ব্বাগ্রে প্রতিভাত হয়েছিল গান্ধারীর চরিত্র। তাই তিনি মহাভারতের ভূমিকায় সর্ব্বপ্রথম উল্লেখ করেছেন গান্ধারীকে এবং আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন গান্ধারীর ধর্ম্মশীলতার প্রতি। গান্ধারী চিরজীবন, এমন কি তাঁর মৃত্যুর শেষ দিন পর্য্যন্ত, এই ধর্ম্মকে রক্ষা করে গেছেন, তাঁর গভীর বিশ্বাসের দ্বারা এবং বিশ্বাসানুরূপ আচরণের দ্বারা। যখনই দেখেছেন যে ধর্ম্ম পীড়িত হচ্ছে, তখনই তিনি উচ্চ কণ্ঠে

কোনও রূপ দ্বিধা না করে ঘোষণা করেছেন যে ধর্ম্মের ব্যাঘাতে মানুষের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। ধর্ম্মের ব্যতিক্রমে সমাজবন্ধন শিথিল হতে বাধ্য। ধর্ম্মের অপমানে রাষ্ট্র-সংহতি নষ্ট হয়ে যায়। দীর্ঘদর্শিনী তপস্বিনী সত্যবাদিনী গান্ধারী দিব্যদৃষ্টিতে দেখেছিলেন যে কুরুকুলের ধ্বংস অনিবার্য্য। এই ধর্ম্মলঙ্ঘনের জন্য বার বার তাঁর সাবধানবাণী তাঁর স্বামী ধৃতরাষ্ট্র শোনেন নি, পুত্র দুর্য্যোধনও শোনে নি। এই জন্য তাঁর দুঃখ ছিল অনেক, কিন্তু সেই দুঃখ কখনও তাঁর স্বচ্ছ দৃষ্টিকে আবিল করে নি, বা এই দুঃখ তাঁর চিত্তকে অবসন্ন করে নি। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরে যখন তিনি সব হারিয়েছেন তখনও তিনি ধর্ম্মকে অবলম্বন করে আছেন এবং কুরুক্ষেত্র রণভূমিতে দাঁড়িয়েও ঘোষণা করেছেন "যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ।" যুদ্ধের পরে পনর বছর কাটালেন শতপুত্রহারা জননী হাস্তিনপুরে পাণ্ডবদের আশ্রয়ে—যারা তাঁর শতপুত্রকে বধ করেছিল। কিন্তু কোনও গ্লানি, দ্বেষ বা অশান্তি ছিল না তাঁর মনে। নিজের পুত্রের মতোই স্নেহ করতে পেরেছিলেন পাণ্ডবদের। আবার যেদিন ঠিক হল যে হাস্তিনপুরের রাজৈশ্বর্য্য পেছনে ফেলে বেরিয়ে পড়তে হবে মহাপ্রস্থানের পথে, সেদিনও পতিব্রতা গান্ধারী প্রশান্ত চিত্তে এসে দাঁড়িয়েছেন বৃদ্ধ অন্ধ স্বামী ধৃতরাষ্ট্রের পাশে। তাঁর প্রব্রজ্যাগ্রহণ মহাভারতে স্বার্থত্যাগের একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। হিমালয়ের প্রজ্বলিত দাবানলে দগ্ধ হয়ে প্রাণত্যাগ করলেন গান্ধারী স্বামীর পাশে যোগাসনে উপবেশন ক'রে, শান্ত সমাহিত চিত্তে। মৃত্যুর দিন গান্ধারীর মুখে

একটি কথা নেই। ধৃতরাষ্ট্র কথা বলছেন, কিন্তু গান্ধারী নীরব। মহাকবি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন যেন ইচ্ছে করেই এই নীরবতার ছবি এঁকেছেন। সত্যিই গান্ধারীর তো আর কিছু বলবার ছিল না। ধৃতরাষ্ট্র হুতাশনে প্রাণ বিসর্জ্জন করবার জন্য প্রস্তুত। পতিব্রতপরায়ণা গান্ধারী স্বামীর সঙ্গে সহমরণে গেলেন প্রজ্বলিত হুতাশনকে আলিঙ্গন করে।